রেণু।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী প্রণীত।

১৩১৫ সাল।

মূল্য এক টাকা।

PRINTER & PUBLISHER—G. C. NEOGI,
NABABIBHAKAR PRESS.
91-2, Machuabazar Street, Calcutta.

কুন্তলীন প্রেস
কলিকাতা ৬১, ৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
দ্বারা মুদ্রিত।

প্রকাশক—
দি ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিসিং হাউস
৭৩।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

কামিনী পুস্তকালয়
৯ই বৈশাখ সোমবার
১৩০০ সালে স্থাপিত।
পুস্তক নং..........
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

বৈকুণ্ঠে দেবের বাস, স্মরিয়া তাঁহারে,
ভক্ত দিয়ে যায় পূজা এই পৃথ্বীপরে ;
গঙ্গাতীরে, তীর্থ স্থানে, মন্দির দুয়ারে,
আনন্দে পূরিত প্রাণ, নমি ভক্তিভরে।

পায়না তাঁহার দেখা, জানেনাক হায়
সার্থক হ'ল না হ'ল সে পূজা তাঁহার,
তবু লয়ে আসে পূজা, তবু তৃপ্তি পায়
উদ্দেশে চরণ বন্দি পূজ্য দেবতার।

তুমি আজ বহু দূরে, দুর্লভ দর্শন !
তবু তুমি এক মাত্র উপাস্য আমার,
এই স্নেহ এই প্রীতি, ধেয়ান ধারণ
এই গীতগুলি মোর সেই উপহার।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। বৃথা আশা	১
২। কবিতা	২
৩। কাব্য	৩
৪। শ্রান্তি ...	৪
৫। সান্ত্বনা .. .	৫
৬। তপস্যা	৬
৭। অগৌরব	৭
৮। চাঞ্চল্যের প্রতি . .	৮
৯। ম্লানিমা	৯
১০। বসুন্ধরা . .	১০
১১। আসন্ন বসন্তে	১১
১২। বসন্তের প্রতি .. .	১২
১৩। প্রেমের অবনতি	১৪
১৪। বর্ষারম্ভে প্রকৃতির প্রতি .	১৫
১৫। নব বর্ষায় ..	১৬
১৬। অভিমান বাধা ..	১৭
১৭। শরতে প্রকৃতি ...	১৮
১৮। মমতা ...	১৯
১৯। মায়ের কল্পনা	২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
২০। অন্বেষণ	২১
২১। আরাধনা ..	২২
২২। আবির্ভাব	২৩
২৩। ক্ষমা-ভিক্ষা ...	২৪
২৪। স্বপ্রকাশ	২৫
২৫। রহস্য-ভেদ ...	২৬
২৬। অবিচার	২৭
২৭। চিরস্মৃতি . .	২৮
২৮। ভ্রান্তি	২৯
২৯। ক্ষণিক মিলন	৩০
৩০। ক্ষণ-মিলন	৩১
৩১। সন্তোষ	৩২
৩২। অনিবার্য্য .	৩৩
৩৩। প্রত্যাগমন	৩৪
৩৪। প্রেমের উন্মেষ	৩৫
৩৫। প্রেমের অতৃপ্তি	৩৬
৩৬। প্রেমের বিকাশ ..	৩৭
৩৭। অসাধ্য ...	৩৮
৩৮। ব্যর্থ চেষ্টা	৩৯
৩৯। প্রেমের স্বরূপ	৪০
৪০। প্রেমের রহস্য ..	৪১
৪১। ক্রন্দন ...	৪২
৪২। অসহায়	৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৩। নব জীবন	৪৫
৪৪। আকাঙ্ক্ষা	৪৬
৪৫। অপরিচয়	৪৭
৪৬। অনবধান	৪৮
৪৭। অনুযোগ	৪৯
৪৮। মৃত্যুঞ্জয়	৫০
৪৯। আশঙ্কা ...	৫১
৫০। বধির	৫২
৫১। সন্ধ্যায় ..	৫৩
৫২। অনাদর	৫৪
৫৩। দরিদ্র ...	৫৫
৫৪। ভিক্ষা ...	৫৬
৫৫। সর্ব্বস্ব	৫৭
৫৬। ভীরুতা	৫৮
৫৭। ভীরু প্রেম	৫৯
৫৮। প্রেমের ঈর্ষা	৬০
৫৯। দান	৬১
৬০। অজ্ঞাতে	৬২
৬১। আশঙ্কা	৬৩
৬২। স্নেহ-বন্ধন ...	৬৪
৬৩। তুমি ও আমি	৬৬
৬৪। প্রেম-কোজাগর	৬৭
৬৫। বিপরীত ..	৬৯

বিষয়			পৃষ্ঠা
৬৬। অনুরোধ	..	...	৭০
৬৭। নিষেধ	..	...	৭১
৬৮। মানভঞ্জন	...	...	৭২
৬৯। ভূষণ-হীনা	..	...	৭৫
৭০। কেমনে	...	...	৭৬
৭১। ভিক্ষা শেষে	...	...	৭৭
৭২। চির বিস্ময়	...	...	৭৯
৭৩। অক্ষমতা	...	...	৮০
৭৪। স্বয়ম্বর	...	...	৮১
৭৫। প্রেমের তপস্যা	...	...	৮২
৭৬। বিরহী		...	৮৩
৭৭। মেঘ ও রৌদ্রে		...	৮৪
৭৮। সুখ	..	..	৮৫
৭৯। চরনব	...	..	৮৬
৮০। মন্ত্রমুগ্ধা	...		৮৭
৮১। ব্যাকুলতা		.	৮৮
৮২। প্রতীক্ষা	...	..	৮৯
৮৩। বিরহে	.	..	৯০
৮৪। অতৃপ্তি	...	.	৯১
৮৫। শুভদৃষ্টি	..	.	৯২
৮৬। চির প্রেম	...	...	৯৩
৮৭। মিলন মহিমা	...	.	৯৪
৮৮। লজ্জা	...	..	৯৫

বিষয়			পৃষ্ঠা
৮৯। জীবন সর্ব্বস্ব	...	...	৯৬
৯০ অনুমান	...		৯৭
৯১। বিরহ বিধুরা	...	...	৯৮
৯২। এখনি	...	...	৯৯
৯৩। অভিমান		...	১০০
৯৪। স্বপ্নে ও জাগরণে	•		১০১
৯৫। বিদায়	...	...	১০৩
৯৬। স্মৃতি লোপ	...	·	১০৪
৯৭। দূরে হতে	...	...	১০৫
৯৮। বিদায়ের পর	...	·	১০৬

শ্রীমা রেণু

বৃথা আশা।

কাব্য পাঠ করি যত সারাদিন মান,
হৃদয় মাঝারে মোর হৃদয়ের গান
লজ্জায় কাঁদিয়া মরে, বলে মুগ্ধ-আশ,
দুরাশা স্বপনে তোর আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বাস
চাহিছে ছুঁইতে বৃথা পূর্ণ চাঁদ খানি ;
গাথাহীন ক্ষীণ বল হৃদয়ের বাণী
নাহি প্রকাশিতে পারে আপনার কথা,
তবে কোন মোহে ভুলে অমর কবিতা
শুনাতে ব্যাকুল প্রাণ বিশ্ববাসী জনে ?
কোমল কণ্ঠের গান মৃদুল নিস্বনে
প্রিয়জন পাশে বসি নিভৃতে নির্জ্জনে
শুধু ব্যক্ত করা সাজে ক্ষুদ্র গৃহ কোণে।
স্নেহ শুধু ভালবাসে আধস্ফুট বাণী
প্রেম শুধু চেয়ে দেখে মৃদু আশা খানি।

কবিতা।

প্রথমে পশগো তুমি হৃদয় মাঝার,
পুরাতন জগতের প্রেমের মতন
উচ্ছৃঙ্খল মিলন বিহীন, বাসনার
মুক্তোচ্ছ্বাস, লজ্জাহীন উদ্দাম যৌবন
বাঁধ মুক্ত বন্যাসম ভাবের উচ্ছ্বাসে
ভাষা যেন ছিন্ন-পাল তরণীর মত
অমিল অক্ষরে সদা ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
কোন অকূলের মাঝে, তরঙ্গ নিয়ত
স্থির হয়, শান্ত হয় চঞ্চল জীবন
তুমি এস ধীর পদে শিঞ্জিত নূপুরে
গ্রন্থিবাঁধা রক্তাম্বরে বাঁশরীর সুরে
অলঙ্কারে নম্র শোভা বধূর মতন!

কাব্য।

এ নগরী এ জনতা আজি স্বপ্ন সম,
আমি করিতেছি বাস, কবি শ্রেষ্ঠতম
তোমার কল্পনালোকে, গৌরী শৃঙ্গ পরে
নবীনা পার্ব্বতী যেথা একাগ্র অন্তরে
বাঞ্ছিতেরে করিয়া কামনা তপঃ রতা ;
সুশ্যামল বনভূমি, পুষ্পাকীর্ণ লতা
মেঘমুক্ত অতি স্বচ্ছ সুনীল অম্বর,
হিমশ্বেত শৈলেন্দ্রের উত্তুঙ্গ শেখর,
নির্ঝরিণী নৃত্যপরা, তট তরু তলে
প্রচ্ছন্ন কুটীরখানি, শুয়ে আছে দ্বারে
মৃগ শান্ত আঁখি, বাড়ি উঠে ফুলে ফলে
স্বহস্ত রোপিত তরু, প্রাণ চাহে যারে
দেখা নাহি তারি, চক্রবাক আক্রন্দনে
সেই কথা বারম্বার পড়িছে স্মরণে।

শ্রান্তি।

যদি নিবে যায় ধীরে এ দীপ আমার,
এই মহা বিশ্বে তায় ক্ষতি কিবা কার,
ম্লান দীপ নিবে গেলে গৃহ প্রান্ত দেশে
আকাশের গ্রহগুলি জেগে রবে হেসে
আজি ঝঞ্ঝা ঘন ঘোর শ্রাবণের নিশি
ভৈরব সঙ্গীত তানে পূর্ণ দশ দিশি,
তারি মাঝে এই অতি ক্ষীণ গীত সুর
কম্পিত কাতর কণ্ঠে বেদনা-বিধুর
যদি থেমে যায় আজ চিরদিন তরে,
কে তাহার স্মৃতি খানি ব্যথিত অন্তরে
বহিবে দুদিন ? শক্তি নাই যুঝিবার
সভয় কাতর প্রাণ, তনু সুকুমার !
গীত সুর থেমে যাক শ্রান্ত তনু 'পরে
ঘনায়ে আসুক মৃত্যু চির নিদ্রা ভরে।

সান্ত্বনা।

মোর প্রাণপাখী যবে ত্রস্ত সকাতর
রোদন অরুণ দুটি নয়ন মেলিয়া
ধূলি ভরা ধরণীর বক্ষের উপর
আকুল কাঁদিয়াছিল লুটিয়া লুটিয়া ;
তুমি কোথা আসি করুণ হৃদয়
সযত্নে তুলিয়া নিলে বক্ষের মাঝারে,
সুধীর পরশ ভরে শান্ত করি ভয়
ঘুচালে আতুর ব্যথা অমৃতের ধারে !
কোমল কপোল রাখি মাথার উপরে
কত ধৈর্য্যে শিখাইলে মৃদু শান্তি গান
সস্নেহে বেড়িয়া মোর ক্ষত বক্ষ ভরে
ঢালিলে বিমল সুখ শিশির সমান !
তার পরে দেখাইলে সুনীল আকাশ
অনন্ত অভয় মাঝে মঙ্গল বিকাশ।

তপস্যা।

আজ হতে চিরদিন রুদ্র আরাধনা
ত্যজিয়া মোহিনী বেশ কনক রসনা
নূপূর কঙ্কন কণ্ঠী কেয়ূর কুণ্ডল
অলক্ত চন্দন গন্ধ রঞ্জিত অঞ্চল
কেশ জালে ফুলহার, নয়নে অঞ্জন
বাড়ায়ে ললাট শোভা চন্দন-লিখন
যত্নে স্নেহ ভরে। প্রত্যূষে মধ্যাহ্নে রাতে
উন্মুক্ত অম্বর তলে ঝড় ঝঞ্ঝা বাতে
প্রখর তপন তাপে হিমানী বর্ষণে
শরতের পূর্ণিমায় বসন্ত পবনে
অশ্রান্ত একাগ্র চিত্তে নিশ্চল সাধনা,
শীর্ণ করি অঙ্গ শোভা, যৌবন বাসনা
ভস্ম করি উগ্রতপে, যোগী মহেশ্বর
যাচিব দর্শন সুখ মাগি লব বর!

অগৌরব

আজি এ কলির দিনে সবি অভিনব !
অন্নপূর্ণা আছে বসি ভিক্ষাপাত্র ধরি
রিক্ত হস্তে, শূন্য গাত্রে বিহীন বিভব,
সর্ব্ব অঙ্গ হতে তারি সর্ব্ব ভূষা হরি'
চিরভিক্ষু দিগম্বর সেজেছে সম্রাট !
বক্ষের চন্দন কাড়ি লয়ে রত্নহার
তাহারি মুকুট পরি উজ্জ্বল ললাট ;
তারে দিয়ে জীর্ণ চীর, স্বর্ণাঞ্চল তার
পরেছে অনেক সাধে, সিংহাসন লয়ে
তারে দিলে কমণ্ডলু, সুধা বিনিময়ে
করেছে গরল ঢালি জর্জ্জর জীবন,
ভিখারী সেজেছে রাজা লয়ে যার ধন
তারি মুখে চেয়ে আজ কহে কৃপাভরে
হে মলিনা, দূরে যাও লাজে যাই মরে'

চাঞ্চল্যের প্রতি।

হে চাঞ্চল্য, ছিলে যবে সারা দেহ ময়
নবীন শৈশবে, নিত্য নৃত্যের হিল্লোল
নয়নে চরণে ভুজে, বিনালজ্জা ভয়
অধরে হাসি ও বাণী অবাধ কল্লোল,
তখন আছিল শান্তি ভরিয়া জীবন।
ত্যজি তনুখানি আজি লয়েছ আশ্রয়
তরুণ হৃদয়ে, তাই চঞ্চল নয়ন
প্রশান্ত গভীর, তাই শত-ভাষা ময়
মুখর অধরে বাণী সলজ্জ বিহ্বল!
বিদ্যুৎ চপল গতি গাম্ভীর্য্য মন্থর।
শুধু জাগিয়াছে প্রাণে ক্রন্দণের রোল
উত্থানে পতনে ক্ষিপ্ত বিক্ষুব্ধ সাগর।
হায় শান্তি প্রাণ ছাড়ি এসেছ শরীরে,
শান্তি সেথা হতে যাবে মরণের তীরে!

ম্লানিমা।

খেলা ঘরে ভূমি 'পরে কাটিত জীবন
অযতন বেশ বাসে ক্ষ্যাপার মতন ;
অঙ্গুলীতে মসীমাখা ধূলি বস্ত্র পরে,
আহারের ইতি বৃত্ত অঙ্কিত অধরে,
অনাদরে মুক্ত বেণী ;—তখন হৃদয়
শৈবাল জড়িত পত্রে শুভ্র শোভাময়
সতেজ নির্ম্মল ছিল পুষ্পের মতন ।
আজিকে সম্বৃত দেহ, সংযত জীবন
সযত্ন সজ্জিত তনু, তার কোন ঠাঁই
রেখামাত্র লেশমাত্র ধূলি কণা নাই ।
শুধু সে প্রফুল্ল প্রাণ নাহিক হৃদয়ে
আকাঙ্ক্ষায় অসন্তোষে লজ্জা ব্যথা ভয়ে
কুঞ্চিত বিশীর্ণ দল বিশুষ্ক অন্তর
বিগত উজ্জ্বল শোভা বিবর্ণ ধূসর !

বসুন্ধরা।

হে ধরিত্রী মাতা তুমি বহুকাল ধরে ;
যেদিন প্রথম আসি, ভীত কণ্ঠ স্বরে
কেঁদে উঠি অজানিত হেরি চারিধার,
মেলি দুটি ব্যগ্র বাহু অঙ্গেতে তোমার
টানি লও স্নেহময়ি কত না যতনে,
জীবনের শেষ দিনে ওবক্ষ শয়নে
শান্ত হয় সর্ব্ব জ্বালা চিরদিন তরে।
তাই যবে ব্যথা বাজে প্রাণ শূন্য করে
চলে যায় প্রিয়জন ত্যজি শয্যাতল
কম্পিত শিথিল অঙ্গ স্খলিত অঞ্চল
কেঁদে লুটাইয়া পড়ি ভূতল শয়নে,
যেদিন বিমুখ বিশ্ব, নিষ্ঠুর লাঞ্ছনে
নিরাশ্রয় অনাথের উঠে আর্ত্তস্বর,
"দ্বিধা হও লও মাগো বক্ষের ভিতর।"

আসন্ন বসন্তে।

বসন্ত আসিছ ফিরে, সখারে তোমার
কোথায় রাখিয়া এলে ? হের চারিধার
এখনো জাগেনি তাই, প্রসূন পল্লব
শুষ্ক পত্র অন্তরালে লুক্কায়িত সব।
চঞ্চল মধুপ তাই লোলুপ গুঞ্জনে
এখনো আসেনি ধেয়ে বনে উপবনে ;
নগ্ন তরু শাখা পরে, বিহঙ্গমগুলি
তৃণ কাষ্ঠ আহরিয়া ফেলে যায় ভুলি
না বাঁধিয়া নীড়। সে আসিলে এত ক্ষণে
কি উৎসব উচ্ছ্বসিত সমগ্র ভুবনে,
কলকণ্ঠ বিহঙ্গম দিবসে নিশীথে
পূরিত অম্বর দেশ বন্দনা সঙ্গীতে ;
সে যে রাজা তুমি যে গো শুধু অনুচর
একেলা এসেছ তাই এত অনাদর।

বসন্তের প্রতি।

১

হে ললিত সুকুমার কিশোর সুন্দর,
কুহক পরশে তব বিশ্ব চরাচর
উৎসুক অধীর আজি প্রণয়-চঞ্চল,
নবীন যৌবন সম, ধরার অঞ্চল
পরিপূর্ণ বাসনার রাঙা পুষ্পাস্তরে,
পাগল কোকিল সারানিশি দিন ধরে
গাহিছে মিনতি গাথা, উতলা মলয়
কাহারে খুঁজিয়া আজি ফেরে বিশ্বময়
অশ্রান্ত উচ্ছ্বাসে, মুগ্ধ সুনীল গগন
চাহি ধরণীর মুখে নিস্পন্দ নয়ন।
পুলক আকুল বিশ্ব মিলন-কাতর
তোমারি কারণে, তব চঞ্চল অন্তর
চাহেনা কাহারে, তুমি চির উদাসীন
অপরে বাঁধগো প্রেমে, আপনি স্বাধীন

২

হে নব বসন্ত,
আমার সে প্রিয়তম তোমারি মতন
তরুণ সুন্দর তনু বিশ্ববিমোহন,
হৃদয় তাহার চির বন্ধন বিহীন
তোমারি মলয় সম, সারা নিশিদিন
আমারে আকুল করি পরশ আভাষে
জাগায়ে কত না আশা অনন্ত আকাশে
মিলিয়া মিশিয়া যায় ধরিবার আগে,
তবুও ক্ষণেক তরে যেথা স্পর্শ লাগে
মুঞ্জরিয়া ওঠে লতা, সুধাসিক্ত স্বরে
গাহে পিক, ফোটে ফুল, নব নৃত্য ভরে
নিঝরিণী জাগি ওঠে যৌবন চঞ্চল।
তোমারে হেরিয়া তাই হৃদয় চপল
তাহারি মিলন লাগি, তারে মনে করে
তাই আনিয়াছি গীতি আজ তোমা তরে!

প্রেমের অবনতি।

হায় প্রেম, হে মন্মথ,
পুরাকালে ছিলে তবু করুণ অন্তর,
অনন্ত বসন্ত শোভা দেবের নন্দনে,
অক্ষয় যৌবন মাঝে ; তব পুষ্পশর,
নিশিদিন মুক্ত গতি প্রমোদ পবনে
পরিহাস খেলাচ্ছলে বাজিত হৃদয়ে।
ত্রিদিবে, বৈকুণ্ঠধামে কৈলাস মাঝার
ছিল তব অকুণ্ঠিত সদর্প বিহার।
ধূলি ম্লান, জরাভীত এ দীন ভুবন,
তবশরে আলোড়িত তীব্র যাতনায় ;
স্বাধীন গৌরব ভুলি, কম্পিত চরণ
ভীরুসম লুকায়েছ নিভৃত হিয়ায়।
গোপনে লুকায়ে বসি হায় কাপুরুষ
দুর্ব্বলে ব্যথিয়া আজি তোমার পৌরুষ।

বর্ষারম্ভে প্রকৃতির প্রতি।

নিদাঘেতে হে প্রকৃতি ছিলে বিরহিনী,
বেণীবদ্ধ কেশপাশে ভূতলশায়িনী,
তাই আছিল না ছায়া, তব দীর্ঘশ্বাস
অনলে ভরিয়াছিল অনন্ত আকাশ!
এত দিনে, প্রিয় বুঝি ফিরে এল দেশে?
স্নিগ্ধ স্নাত তনু তাই আর্দ্র মুক্ত কেশে
তুমি বাহিরিয়া এলে বিশ্বের দুয়ারে,
সুমঙ্গল বজ্র শঙ্খধ্বনি' বারে বারে
শুনাইলে বিশ্বজনে মিলন কাহিনী,
তাই ত প্রবাসী হিয়া হয়ে উদাসিনী
আজ ধায় স্বদেশের পানে, তরুশাখে
কলাপী ময়ূর ডাকে ময়ূরী প্রিয়াকে
কেকা কলরবে, ত্যজি ভূতল শয়নে
নী দাঁড়াইল মুক্ত বাতায়নে

নব বর্ষায়।

বিরহ টুটিয়া গেছে, মিলনের মেলা
আজি বিশ্বে ঘরে ঘরে, জলে ছেলে বেলা
তরঙ্গিনী ধেয়ে চলে অস্থস্থ উচ্ছ্বাসে,
সমুচ্চ আকাশ আজি নত হয়ে আসে
পূর্ণ প্রেম মেঘভারে, দুরন্ত বাতাস
ক্ষুব্ধ করে ধরণীর শ্যাম ঘনবাস।
কদম্ব শিহরি জাগে, কেতকীর বাসে
বসুন্ধরা পূর্ণা আজি বাসনা নিশ্বাসে!
রুদ্ধ গৃহতল ছাড়ি উতলা হৃদয়
বাহিরিয়া বিশ্বপথে নবশোভাময়
বর্ণ গন্ধ গীতি পুষ্প করি আহরণ
আনন্দে ছাইতে চায় যুগল চরণ।
অনন্ত বন্ধনপাশে বাঁধিয়া তোমারে
লুকায়ে রাখিতে চায় প্রাণের মাঝারে।

অভিমান-বাধা

আবার এসেছে বর্ষা, দিগন্ত আঁধার
নৃত্য-প্রিয়া সৌদামিনী মুক্ত-কেশ-ভার !
নিবিড় তিমির মেঘে ছেয়েছে গগন
ঝঞ্ঝাঘন বজ্ররব উদ্দাম পবন !
সেই কেকা কলরব শ্যাম তরু-শাখে,
কেতকী কুসুম সেই পূর্ণ করে রাখে
মদগন্ধ দীর্ঘ শ্বাসে বিশ্ব বসুন্ধরা ;
তরঙ্গিনী সিন্ধুপানে ধেয়ে চলে ত্বরা,
সুগম্ভীর বজ্ররবে দাদুরীর বোলে
আজ কেন মোর বক্ষে ব্যগ্র কলরোলে
উচ্ছ্বসি ওঠেনা গীতি অপূর্ব্ব আনন্দে
পাগল উতলা ভাষে সুমধুর ছন্দে ?
কাছে থেকে তবু আজি প্রিয় দূরতর,
তাইতো নীরব গীতি ব্যথিত অন্তর !

শরতে প্রকৃতি।

আজ তুমি স্নেহময়ী মায়ের মতন,
প্রশান্ত নিমেষ-হীন সুনীল গগন
স্নেহ দৃষ্টিভরা, স্বচ্ছ তটিনীর জলে,
তব স্তন-সুধা ধারা উছলিয়া চলে
ঘুচাতে বিশ্বের তৃষা ; অঞ্চল তোমার
পরিপূর্ণ পক্ক শস্যে, ক্ষুধিত ধরার
চিরশান্তি তৃপ্তিভরা ; তপন কিরণে,
সুশীতল ধীর বাহি তব সমীরণে,
আসিছে ভাসিয়া স্নিগ্ধ স্পর্শ সুকোমল,
নিদ্রার আবেশ ভরা ; ব্যথিত বিহ্বল
সকল ধরারে যেন আজ নিতে চাও
গভীর-বিরাম-স্তব্ধ নিজ বক্ষোমাঝে,
ভুলায়ে সকল তাই ডেকে লয়ে যাও
যেথা নীলাকাশ যেথা তপন বিরাজে।

মমতা।

সে আমার শুভ্র নয় হিমানীর মত,
ওষ্ঠাধরে বিম্বফল লজ্জা নাহি পায়,
হেরি তার ভুরু দুটি ধনু করি নত
অনঙ্গ বিনম্র শির ফেরেনা ধরায়।
আঁখি দুটি সকরুণ, ললাট ফলকে
স্ফটিক নির্ম্মল দীপ্তি করেনা প্রকাশ,
নবোদ্ভিন্ন দন্ত-পংক্তি উজ্জ্বল ঝলকে
মহার্ঘ মুকুতা নাহি করে উপহাস।
আজো তার তনুখানি পুষ্পহীনলতা
বনের শৈশব টুকু ধূলিতে মলিন
কত ভুলে ভরা তার দুচারিটি কথা
আধশেখা গীত সম মাধুরী বিহীন।
শুধু সে আমার অতি আপনার ধন
এত দেখে শুনে তাই তৃপ্ত নহে মন।

মায়ের কল্পনা।

বাছা মোর গিয়েছে খেলিতে,
খেলনা সকল গুলি ঘরে আছে পড়ে,
ভোরে উঠে গেছে সে তুলিতে
শরত শেফালি রাশি দিতে মোর করে

বাছা মোর আসিবে ফিরিয়া
অরুণ কপোল নিয়ে, হাত ভরা ফুল,
কোলে বসে আদর করিয়া,
চুমো দেবে গলা ধরে, খুলে দেবে চুল।

বাছা মোর এলো থেলো চুলে
কত ফুল দেবে গো পরায়ে, তার পরে
দণ্ড দুয়ে সব ফুল খুলে
হাসিয়া ছড়ায়ে দেবে সারা ঘর ভরে।

অন্বেষণ।

কে তুমি কোথায় তুমি কেন বার বার,
অমৃত মধুর সুরে হৃদয় আমার
করি দেও গৃহ হারা? চির অন্ধকারে
সহসা জাগিয়া ওঠ বিদ্যুত আকারে,
বিস্তারি সকল বিশ্বে জীবনের পরে
অসীম সুন্দর শোভা, লয়ে যাও হরে
সকল হৃদয় মোর, নাহি দেও ধরা;
তবু মনে হয় মোর বিশ্ব-আলো-করা
তোমারি হাসিটি জাগে রবির কিরণে;
সুশ্যামল বনানীর মৃদু আন্দোলনে
আহ্বান-সঙ্কেত তব পাই দেখিবারে;
গগনে পবনে তুমি মহাপারাবারে
আছ চরাচর ময়, নহ এক ঠাঁই
তাইত কাঁদিয়া মরি খুঁজিয়া না পাই।

আরাধনা।

হে সুন্দর, সীমা-হীন নিত্য নিরাকার,
দূর কর এ ক্রন্দন, এস একবার
মোহন মূরতি ধরি নয়ন সম্মুখে,
জীবন-মন্দির মাঝে নিত্য সুখে দুখে
করিব তোমার পূজা, রাখিব তোমারে
মুগ্ধ নয়নের তলে বক্ষের মাঝারে,
আমার সকল প্রেমে, সর্ব্ব স্নেহ মাঝে,
সর্ব্ব সুখ দুঃখে মোর সর্ব্ব ভয় লাজে,
বিশ্ব অন্তরাল করি রহিবে জাগিয়া ;
নিষ্ফল জীবন মোর তোমারি লাগিয়া
হবে পূর্ণ শুভ কাজে, সর্ব্ব মনস্কাম
তোমারি চরণ তলে লভিবে বিরাম ;
মর্ত্ত্যে মোক্ষ লাভ হবে, হবে অবসান
জন্ম জন্মান্তের ব্যথা অতৃপ্তির গান।

আবির্ভাব।

আমি অন্ধ, আমি ভ্রান্ত, পারিনি বুঝিতে
তারি প্রিয়মুখে তুমি উঠিয়াছ জাগি,
যবে ফিরিয়াছি পথে তোমারে খুঁজিতে
তুমি ছিলে গৃহ মাঝে, যবে তোমা লাগি
কাঁদিয়াছি নিদ্রাহীন, ছিনু বক্ষ মাঝে
তোমারি আশ্রয় তলে স্নেহের বেষ্টনে,
সর্ব্ব বিশ্ব হতে মোরে যবে তার কাজে
দিলে নিয়োজিত করি, নবীন বন্ধনে
ঘেরিলে জীবন মম, তখনি আমারে
দিয়েছ তোমার কাজ, জীবন-মন্দিরে
আপনি দেবতা তুমি অর্ঘ্য উপহারে
গ্রহণ করেছ মোরে, অতি ধীরে ধীরে
হরিয়া সকল তৃষা তারি মূর্ত্তি সনে
হে অসীম, পশিয়াছ আমার জীবনে।

ক্ষমা-ভিক্ষা।

ওহে সর্ব্বময়, যদি তোমারে হরিয়া
সর্ব্ব বিশ্ব হতে, আমি মূরতি গড়িয়া
স্থাপন করিয়া থাকি এ গৃহ-মন্দিরে,
অসীম আকাশ হ'তে অতি ধীরে ধীরে
নোমাইয়া আঁখি দুটি, ধরণীর পরে
রেখে থাকি বড় স্নেহে, বড় যত্ন ভরে
বেঁধে থাকি বক্ষ মাঝে দুর্ব্বল মানবে,
ভুলি লোক লোকান্তের বিপুল গৌরবে
তাহারি দর্শন লাভে হয়ে থাকে মনে
সার্থক জনম মোর, তাহারি আননে
হেরে থাকি অনন্তের শোভা নব নব
ক্ষমা কর মোরে, অক্ষয় মহিমা তব
নাহি সাধ ম্লান করি ; জানিও নিশ্চয়
অক্ষম ধারণা মোর সঙ্কীর্ণ হৃদয় !

স্বপ্রকাশ।

অনন্তক্ষমতাময় বিশ্বচিত্রকর !
চেষ্টাহীন নগ্নকান্তি সম্পূর্ণবিকাশ
তব তুলিকায় ফোটে উজ্জ্বল সুন্দর,
তাই আবরণহীন আলোক উচ্ছ্বাস
তব দীপ্ত রবি, হে অনাদি কবি শুধু
তোমারেই সাজে উদ্দাম কল্লোলময়
ছন্দোহীন গাথা, কভু মত্ত কভু মৃদু,
সারাসিন্ধু উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ নিচয় !
সুনিপুণ হে গায়ক, তুমি শুধু জান
বিহগ কাকলি মাঝে বনের মর্ম্মরে,
শিশুর অস্ফুট ভাষে পরিস্ফুট করে
শুনাইতে বিশ্বজনে অনন্তের গান।

রহস্য-ভেদ

দৈন্যের অবধি নাই, তবুও কেমনে
কোথা হতে এত গর্ব্ব দেখা দেয় মনে
তাই আমি ভাবি, শূন্য ভিক্ষাপাত্র খানি
তবু হায় কোথা হতে কেমনে না জানি
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য ভারে পরিপূর্ণ হয়ে
আমারে নিমগ্ন করে অসীম বিস্ময়ে !
ব্যথিত বিহ্বল প্রাণ কোথা হতে আনে
অমৃত-সিঞ্চিত সুখ, কি সান্ত্বনা গানে
পরিপূর্ণ করি তোলে অপূর্ণ জীবন,
সুকুমার দেহলতা পেলব যৌবন
না জানি কোথায় পেল অক্ষয় ক্ষমতা,
তাই প্রতিদিন লভে দিব্য অমরতা
দুঃসাধ্য সাধিয়া—বুঝিবারে বাকী নাই
দেবতা পশেছে প্রাণে, এ ক্ষমতা তাই !

অবিচার।

ভক্ত আনি দেব পূজা চন্দনে কুসুমে,
বিল্বদলে গঙ্গোদকে ধূপ গন্ধ ধূমে,
শঙ্খ ঘণ্টা আরতির মঙ্গল আলোকে
রাখি দেয় বহু দূরে ; তৃপ্তিহীন চোখে
চেয়ে থাকে মুগ্ধ প্রাণে চরণে পড়িয়া,
স্পর্শিতে ক্ষমতা নাহি, বক্ষেতে ধরিয়া
পূর্ণ করিবার নহে শূন্যতা তাহার ;
পূজারি পেয়েছে শুধু সেই অধিকার !
সে যে অর্থলুব্ধ ভৃত্য, পণ কড়ি লয়ে
পূজা সারি চলে যায় বিস্মৃত হৃদয়ে ;
তবু সেই করে সেবা, যে তোমারে ডাকে
"জীবন-অধিক" বলে, সেই ভক্ত থাকে
মন্দির বাহিরে পড়ে, পুরোহিতে ডাকি
"মোর নামে পূজা দেও" কহে অশ্রু আঁখি

চিরস্মৃতি।

ভোলা যায় আজন্মের সঞ্চিত কামনা,
অতল উদার সুখ, দুঃখ সুগভীর ;
কিন্তু হায় সলজ্জিত প্রকাশ-বাসনা,
প্রথম বিরহ ব্যথা উৎসুক অধীর
ভোলা নাহি যায় কভু ; তৃপ্ত জীবনের
অবাধ মিলন-সুখ মনে নাহি থাকে
কিন্তু হায় তৃষাতুর প্রিয় নয়নের
প্রথমদর্শনস্মৃতি পূর্ণ করে রাখে
নিগূঢ় আনন্দরসে জীবন যৌবন।
রাগিণী ভুলিয়া যাই, শুধু তারি মাঝে
উচ্চতম মূর্চ্ছনার পুলক-কম্পন,
মধুর কল্লোলে সদা শ্রবণে বিরাজে।
শত লক্ষ গ্রহ লয়ে নিশি অস্ত যায়,
শুকতারা একাকিনী শুধু ফিরে চায়।

ভ্রান্তি ।

তুমি ভেবেছিলে ওগো সুখের পথিক,
লক্ষ্যহীন ভ্রমণের অলস-আবেশে,
প্রচ্ছায় লতিকা তলে বসিয়া ক্ষণিক,
ফিরিয়া চলিয়া যাবে শুধু মৃদু হেসে !

তুমি ভেবেছিলে ওগো বিলাসি ভ্রমর,
সুধীরে পরশি ফুল্ল-কুসুম-অলক,
নয়নপল্লবে রাখি তৃষিত অধর
উড়িয়া ভাসিয়া যাবে কাঁপায়ে পালক !

ভুলে গিয়েছিলে সখা, কোমলবন্ধন
জীবন জড়ায়ে থাকে চিরআলিঙ্গনে,
তুমি ভুলেছিলে ওগো চঞ্চল চরণ,
প্রাণ-পুষ্প ভরা আছে মধুআকর্ষণে ।

ক্ষণিকমিলন।

দ্রুত রথে, দৃপ্ত বেগে পথে যেতে যেতে
ধনী যথা চেয়ে দেখে কৌতুক নয়নে
ভিক্ষাজীবী রমণীর সুন্দর মুখেতে ;
তেমনি দোঁহার দেখা চকিত মিলনে।

উল্লাসে গরবে ধনী, হেসে ফিরে যায়
জীবনের চিরোৎসবে আনন্দ আগারে :
ক্ষণিকের সুখ-স্মৃতি পলকে মিলায়,
ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মত অতল পাথারে।

দীপ-নেবা, ভাঙ্গাঘরে পরিশ্রান্ত দেহে,
কাঙালিনী পশে ধীরে কাতর হৃদয়ে,
উজ্জ্বল দর্শন-স্মৃতি চিরদিন বহে
ক্ষুধিত জীবন মাঝে অপূর্ব্ব বিস্ময়ে ;

ক্ষণ-মিলন।

প্রতিদিন প্রাতে আমি বসি বাতায়নে
চেয়ে দেখি রাজপথে, কতশত জনে
আসে যায় ফিরে ফিরে, ক্ষণেক দাঁড়ায়ে
কেহ কয় দুটি কথা, সাদরে বাড়ায়ে
মঙ্গল দক্ষিণ হস্ত করে সম্ভাষণ
পরিচিত জনে, কেহ ব্যগ্র অন্যমন
ধেয়ে চলে যায়। কচিমুখ শিশুগুলি
খেলি পথতরুতলে লয়ে তৃণ ধূলি
চলে যায় খেলা ভাঙি, হোথা কয়জন
দাঁড়ায়ে পথের ধারে উৎসাহিত মন
হেসে কথা কয়, অকস্মাৎ ধেয়ে আসে
দৃপ্ত অশ্ব, দ্রুত রথ, সবে আশে পাশে
ধেয়ে চলে যায় ভয়ে, আমি ভাবি হায়
ক্ষণিক মিলন শুধু এ মহা যাত্রায়।

সন্তোষ।

তাই যদি তাই হোক দুঃখ নাহি তায়
ক্ষণিক মিলনটুকু বহু ভাগ্য হায়,
জন্মান্তের সুকৃতির ফল, অপ্রসর
দীর্ঘপথ ছায়াহীন তপন প্রখর,
তারি মাঝে জেগে যদি ওঠে থেকে থেকে
প্রচ্ছায়পাদপতল, যেথা মাথা রেখে
ক্ষণিক বিরাম লভি পাই নব বল,
আজি এই নিদাঘের বর্ষণ-বিরল
নির্ম্মম আকাশতলে হেরি শ্যাম মেঘে
যদি আশা জাগে মনে, স্নিগ্ধ বায়ু লেগে
যদি তৃপ্ত হয় প্রাণ, তাহে ক্ষতি কার ?
শুধু তাহে মনে হয় হেথা করুণার
আছে অবসর, তপ্ত দ্বিপ্রহর শেষে
স্নিগ্ধ সান্ধ্য অন্ধকার দেখা দিবে এসে।

অনিবার্য্য।

তোমার জীবনে আমার স্বপনে
বাঁধন পড়িবে কেন ?
সাগরের জলে উতলা পবনে
মেশে যে, কে শোনে হেন ?
ক্ষণিক পরশে মহা কোলাহল,
নেচে নেচে ওঠে তরঙ্গ চঞ্চল
বেলা-বক্ষ পরে মহারঙ্গ ভরে
অধাঁর সলিল পশে,
পুরাণ জীবন টুটিয়া বাঁধন
অগাধ অতলে খসে।
তার পরে হায় সাধ মিটে যায়,
বায়ু চলে যায় ভেসে ;
বিলাপ গাহিয়া উদাসীর প্রায়,
সুদূর আকাশে মেশে।
খেলা থেমে যায়, সিন্ধু বক্ষ 'পরে
শ্রান্ত উর্ম্মি মালা লুটাইয়া পড়ে,
সীমা-হীন বারি আপনা বিস্তারি
দিগন্তে মিশায় ধীরে,
ভগ্নতট রেখা শুধু যায় দেখা
প্রশান্ত জীবন তীরে।

প্রত্যাগমন।

একদা বাদল-ঘেরা শ্রাবণ নিশীথে,
আজন্মের ব্যর্থ সাধ বাঁধিয়া আঁচলে
গিয়েছিনু একাকিনী বিসর্জ্জন দিতে
পরিপূর্ণা জাহ্নবীর সর্ব্বগ্রাসী জলে!
অজানা আঁধার পথে, দুঃস্বপ্ন বিহ্বল
কম্পিত হৃদয়ে শেষে পঁহুছিনু আসি
জনশূন্য নদীতটে; খুলিয়া অঞ্চল
যেমনি ফেলিতে যাব, বিদ্যুতের হাসি
উঠিল চমকি; আমি দেখিনু চাহিয়া
সব ব্যথা সব দুঃখ মিলিয়া মিশিয়া
এঁকেছে উজ্জ্বল করি তোমারি আনন;
ফেলিতে নারিনু তাই, সজল নয়ন
তাহারে চাপিয়া ধরি বক্ষের উপরে,
শ্রান্তপদে সিক্তদেহে ফিরে এনু ঘরে।

প্রেমের উন্মেষ।

শৈশবের শেষে যবে কিশোর জীবন,
ধীরে উঠিতেছে জাগি মেলিয়া নয়ন,
শারদ প্রভাতে কিম্বা মাধবী সন্ধ্যায়
আধেক আলোক মাঝে বিহ্বলের প্রায়
বায়ু বহি আনে যবে পুষ্প-গন্ধ-ভার ;
অতি মৃদু পদে ধীর মধুর হাসিয়া,
অজানা অতিথি তুমি হৃদয় মাঝার
আসি দেখা দেও, কোন মধু মন্ত্র দিয়া
জাগাও জীবন মাঝে নূতন বেদনা
সুকুমার আশা শত, নবীন কল্পনা ;
হৃদয় গাহিয়া উঠে অভিনব সুর,
সহসা ধরণী হয় মোহন মধুর।
তুমি জীবনের নব যৌবন উন্মেষ
মৃদু সুখ মৃদু ব্যথা মধুর আবেশ।

প্রেমের অতৃপ্তি !

কিশোর জীবনে নব অভাব বেদনা,
বাসনা-ব্যাকুল নিত্য ব্যগ্র অন্বেষণ
প্রিয়জন তরে, শেষে সম্পূর্ণ কামনা
দেখা দেয় শুভক্ষণে নয়ন সম্মুখে ;
অধীর হৃদয় করে আত্ম সমর্পণ ।
প্রেম আসি দেখা দেয় লজ্জা-নত মুখে
অরুণ কপোল মাঝে, চকিত নয়নে,
নিশিদিন তৃষাতুর উৎসুক শ্রবণে ;
বিমুগ্ধ আঁখির মৌন সলজ্জ ভাষায়,
হৃদয়ের দুরু দুরু কম্পিত আশায়,
মধুর আবেশ ময় ক্ষণিক পরশে,
স্বপ্নময়ী কল্পনার সুখের আলসে,
সব ভুলি সকাতরে ব্যাকুল পরাণ,
বাঞ্ছিত দর্শন সুখ যাচে দিন মান !

প্রেমের বিকাশ।

প্রণয়ের প্রথম জীবনে, তৃপ্তিহীন
ব্যাকুলতা মাঝে, তুমি থাক নিশি দিন
ক্ষীণ-শিখা ম্লান-আলো প্রদীপের মত ;
বাসনা-নিশ্বাসে ত্রস্ত, কম্পিত বিব্রত !
সহসা একটি ব্যগ্র চুম্বন পরশে
তুমি জেগে উঠ প্রাণে পূর্ণ পরিতোষে
চির স্থির শুভ্রালোক উদ্দীপ্ত নয়ন
বিশ্বব্যাপী জাগরণ রবির মতন !
সম্পূর্ণ বিকাশ শোভা সমুজ্জ্বল শিখা,
দূর করে মোহময় স্বপ্ন-কুহেলিকা ;
চিরক্ষুধাতৃষ্ণাতুর স্বার্থের রচনা
নিত্য আপনারে ঘেরি সুখের কল্পনা,
ভুলিয়া স্বপন মোহ প্রাণ খানি ভরে
পবিত্র কামনা জাগে প্রিয় জন তরে।

অসাধ্য।

পরাণের ভালবাসা ভাষা নাহি তার,
অভিধানে মেলেনাক বিশদ ব্যাখ্যান,
কোন শিল্পী নাহি জানে কেমন আকার,
বিজ্ঞান আজিও অন্ধ পেলেনা সন্ধান।
সহসা চকিতে দুটি নয়নের 'পরে,
সে ভাষা ফুটিয়া উঠে অনুকূল ক্ষণে,
দুটি স্মিত ওষ্ঠ হতে চির দিন তরে
সে অর্থ বিশদ হয় প্রিয়-সম্বোধনে।
সেই শুভক্ষণে যারে হেরি আঁখি ভরে
তারি সর্ব্ব অঙ্গে প্রেম হয় মূর্ত্তিমান ;
বাঁধি তারে বাহু পাশে রাখি বক্ষ 'পরে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বলি পেয়েছি সন্ধান।
কত দেশে কত মূর্ত্তি, কত ভাষা তার ;
সবে এক করে হেন শিল্পী মেলা ভার !

ব্যর্থ-চেষ্টা।

শুধু চতুর্দ্দশ পদে বাখানিতে চাই
যে প্রেমের অন্ত নাই নাহি যার শেষ,
প্রতি ছত্রে, প্রতি ছন্দে তাই বাধা পাই,
তাই কবিতার মোর হেন দীন বেশ।
এ যেন মুকুর তলে ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া,
অসীমেরে টেনে আনা সীমার মাঝারে,
নিত্য নব রূপময়ী প্রকৃতির মায়া
গড়িয়া রাখিতে চাই মর্ম্মর-আকারে।
সব পড়ে নাক চোখে কত থেকে যায়,
চঞ্চল-জীবন-লীলা, নাহি দেয় ধরা,
হাঁসিটি ফুটিলে অশ্রু ফোটেনাক হায়,
হেরি যদি নভস্থল, শ্যাম বসুন্ধরা
পড়ে থাকে বহু দূরে; নির্ঝর-নিক্বণে
সমুদ্রের বজ্রনাদ জাগেনা স্মরণে।

প্রেমের স্বরূপ।

সব জান, তবু প্রশ্ন কেন শতবার,
আমার এ ভালবাসা কেমন আকার ?
পৃথিবীর মত নহে সে যে গুরু অতি,
নহে তাহা সিন্ধু প্রায় উচ্ছ্বসিত গতি
উন্মাদ তরঙ্গে পূর্ণ কল্লোল ক্রন্দনে,
তাহার তুলনা নহে অনন্ত গগনে
শব্দ হীন মহা ব্যোম শূন্য চির দিন।
নহে ধ্রুবতারা-প্রায় হয় না মলিন
প্রভাত আলোকে, নহে গো কনক-রবি
কভু অস্ত নাহি যায় শ্রান্ত ম্লানচ্ছবি
সন্ধ্যার আঁধারে, সে শুধু ফুটিয়া উঠে
তোমারি মিলনে মোর দুটি ওষ্ঠ পুটে
শুভ্র হাসি রূপে, তোমারি বিদায় কালে
কাতর নয়ন জল অঞ্চল আড়ালে !

প্রেমের রহস্য।

ফাল্গুন উৎসবরাতি, বসন্ত চঞ্চল—
গীত বাদ্য গন্ধ হাসি ঝরে অবিরল
চৌদিকে আমার; তবু ব্যগ্র আশে ভরি
উৎসুক নয়ন দুটি রেখেছি প্রহরী
প্রবেশ দুয়ারে, কতক্ষণে প্রিয়তম,
আসিয়া উদিবে ধীরে পূর্ণচন্দ্র-সম;
আনন্দ-নয়ন-পাতে শোভা আজিকার
সম্পূর্ণ সুন্দর হবে সার্থক আমার!

সহসা ফিরায়ে মুখ হেরিনু পশ্চাতে
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি, স্নিগ্ধনেত্র-পাতে
তৃপ্ত করিয়াছ মোর সকল কামনা:
আমি অবোধের প্রায় অধীর-বাসনা,
আছিনু চাহিয়া মিছে সম্মুখে আমার;
বুঝি নাই পূর্ণ সুখ পশ্চাতে অপার।

ক্রন্দন।

তুমি জীবনের রাজা অসীম-প্রতাপ,
চির-দীপ্তি হাসিমুখ উজ্জ্বল নয়ন
আমারি হৃদয় তব স্বর্ণ-সিংহাসন ;
তবু চির ভিখারিণী দ্বারের সম্মুখে
দাঁড়ায়ে রয়েছি আমি দুঃখ-ম্লান-মুখে,
তোমার সৌভাগ্য মাঝে চিরপরিতাপ।

নিষ্ঠুর হৃদয় তুমি নিদারুণ ব্যাধ,
দুটি দৃঢ় করপুটে রেখেছ ভরিয়া
আমার জীবন খানি, পাখা ঝাপটিয়া
ত্রাসে থর থর ছোট পাখীটির মত
উড়িয়া পলাতে আমি ব্যাকুল সতত
স্বাধীন ইচ্ছার তুমি চির পরমাদ।

রুদ্রতেজে ভরা তুমি ভীম বজ্র-সম
নবীন-যৌবন-দীপ্ত শুভ্র রূপ খানি
হেরিয়াছি লালসার চোখে, নাহি মানি
কাতর মিনতি, ধরিয়া রেখেছ মোরে
অসীম আগ্রহে, তোমার বক্ষের পরে,
ব্যথিছ আমারে ওগো নিতান্ত নির্ম্মম !

তরঙ্গ চঞ্চল তুমি উন্মত্ত সাগর !
নিত্য অসন্তোষ, নিত্য নূতন বেদনা.
নিত্য পরিহাস, নিত্য গভীর বাসনা
তোমার হৃদয়ে জাগে, উচ্ছ্বাসে আদরে
ব্যাকুল আহ্বানে, শ্রান্ত করিতেছ মোরে
শান্তকর মত্ত-প্রেম অতৃপ্তি কাতর !

অসহায়।

আজ মৌন প্রাণ-পাখী গাহিতে চাহে না
সোনার পিঞ্জরে থাকি ভালযে লাগে না
এত বিম্বফল, এত সোহাগ-উচ্ছ্বাস,
এত সযতনে ঘেরা নিরুদ্ধ-বাতাস!
উন্মুক্ত আলোক চায়, উদার গগন
সে যে চায় অন্তহীন জীবন্তপবন!
তবু কেন রহে হায় সোণার শিকলে
বাহুর নিবিড় বন্ধে নয়নের তলে?
বদ্ধ প্রাণ কেঁদে ওঠে বলে ছেড়ে দাও
উড়িয়া পলায়ে যাই আকাশে উধাও!
এসেছিনু শিখিবারে প্রাণের কূজন
অনন্ত আলোক তলে করিতে যাপন
ক্ষণিক নিশীথ মোর, হায় কোন ভুলে
বাঁধিনু শিকল খানি চরণের মূলে!

নব জীবন।

যমুনা যৌবন আর বাঁশরীর রব
রাস রাত্তি জাগরণ, ঝুলন উৎসব
জড়িমা-বিমূঢ় এই স্বপন-আবেশ
আজ দূর হয়ে যাক, হয়ে যাক শেষ !
হে বিশ্ব-মন্দির-বাসী সুন্দর দেবতা,
নব ছন্দে লেখ আজি হৃদয়ের কথা,
এ গীতে ভরিয়া দাও সরল উচ্ছ্বাস,
বিহঙ্গের মুক্ত-সুখ, ফুলের সুবাস ;
প্রভাতের সূর্য্যালোক, নিশীথ-চন্দ্রিমা,
অমানিশা-ধ্যান-মৌন নির্লিপ্ত মহিমা !
কাতর করুণা দাও, সুমঙ্গল হাসি
বিশ্ব পরিপ্লাবী স্নেহ উঠাও উচ্ছ্বাসি।
গণ্ডী আঁকা মোহ মুগ্ধ গুহা অন্ধকারে
প্রেম রাখিব না রুদ্ধ বঞ্চিয়া সবারে !

আকাঙ্ক্ষা।

এই প্রেম গীত খানি বহে যাক ধীরে
নির্ঝর ধারার মত তার দুই তীরে
বিছায়ে কোমল সুখ শ্যাম দূর্ব্বারাজি
ফুটায়ে কুসুম শত ধরণীরে আজি
করুক সুন্দরতর, দরিদ্র কুটীরে
লয়ে যাক ক্ষুধাশান্তি, স্নিগ্ধ স্বাদু নীরে
দূর করি দিক্ তৃষা, প্রাসাদের তলে
ধরণীর ব্যথা যত করুণ কল্লোলে
শুনায়ে বহিয়া যাক, গ্রামে গ্রামান্তরে
নগর নগরী বক্ষে অরণ্যে প্রান্তরে
দিক স্নেহ, দিক দয়া, দিক শান্তি বারি
নিরন্তর সুনির্ম্মল লাবণ্য বিস্তারি
আপন অতল বক্ষে, ক্রমে একদিন
মহা সিন্ধু গীত মাঝে হইবে বিলীন !

অপরিচয়।

মোরে নয়, ওগো প্রিয়, মোরে কভু নয়
আপনার ছায়া ভাবি বিহ্বল হৃদয়
আমারে বেসেছ ভাল, নিত্য নিশিদিন
ভ্রান্তসম আছ শুধু সুখ স্বপ্নলীন।
তাইতো আমারে তুমি পারনা বুঝিতে,
যখন কাতর শ্রান্ত আশ্রয় খুঁজিতে
যাই তব বক্ষতলে, কিকথা ভাবিয়া
দুরন্ত উচ্ছ্বাস ভরে বক্ষেতে চাপিয়া
শুধু ব্যথা দাও মোরে, শিশুর মতন
অবারিত কণ্ঠে যবে সকল স্বপন
সব সাধ আশা মোর লজ্জা ব্যথা ভয়
বলি অকাতরে, উদাসীন নেত্রদ্বয়
রাখি মোর মুখে তুমি হাস মনে মনে,
বিকল হৃদয়ে ভাবি বুঝাব কেমনে!

অনবধান।

কোথা হতে এ মলিন পথ পঙ্কখানি
আসিল আমার ঘরে, বহুযত্ন মানি
দুগ্ধ-শুভ্র আস্তরণে ঢেকেছিনু তারে,
কভু যাই নাই আমি বাহির দুয়ারে
হেরিতে উৎসব যাত্রা, সৌধ-ছাদ'পরে
অলক্তে চরণ রঞ্জি রূপ-গর্ব্বভরে
মোহন মন্থর গতি করিনি ভ্রমণ ;
পাছে ধূলি লেগে হয় ধূসর বরণ
ধৌত শুভ্র শোভা তার লাবণ্য নবীন—
পথিক গায়ক সেই শুনালে যেদিন
অজ্ঞাত বিশ্বের গাথা দুয়ারে দাঁড়ায়ে
ব্যগ্র প্রাণে মহানন্দে দুবাহু বাড়ায়ে
তাহারে আনিনু ঘরে ; মহা কৌতূহলে
পুণ্য পাদোদক দিতে গিয়েছিনু ভুলে !

অনুযোগ।

কাহার বাঁশীতে আজি বাজিছে রাগিণী,
প্রণয়ের চিরসুখ মিলন-কাহিনী ?
এই মত বরষার ম্লান সিক্ত দিনে
তোমায় আমায় দেখা জীবন পুলিনে,
করে কর পরশিয়া আধ-দৃষ্টি চেয়ে
তরীখানি তীরে আনি নিয়ে গেলে বেয়ে
নব তট দেশে, কত সুখ কত আশা
রুদ্ধ যৌবনের প্রেম দুরন্ত দুরাশা
হাসিয়া বিছায়ে দিলে চরণের তলে,
মৃদু হেসে, অশ্রু আঁখি মুছিয়া অঞ্চলে
সকলি তুলিয়া বক্ষে প্রবেশিনু ঘরে
এমনি বরষা দিনে চিরদিন তরে !
হায় কোথা চিরদিন—না ফুরাতে বেলা
তুমি পলাইয়া গেলে ফেলিয়া একেলা !

মৃত্যুঞ্জয়।

মৃত্যু সদা চারিদিকে ধরণীর মাঝে,
প্রতি শ্যাম তৃণাঙ্কুরে প্রতি কিশলয়ে
বসন্তের শোভা শুধু ক্ষণিক বিরাজে
মধুমাসে, চন্দ্রকর মিলায় সভয়ে
নিশি না হইতে শেষ ; মৃত্যু নিশিদিন
জীবনের প্রতি অঙ্গে রহিয়াছে পশে',
কোমল শৈশব শোভা কোথায় বিলীন
দৃঢ় মুষ্টি যৌবনের প্রথম পরশে !
মৃত্যুর বসতি নাই মানব অন্তরে,
প্রতি দিবসের স্মৃতি যেথা স্তরে স্তরে
সঞ্চিত হইয়া থাকে, শৈশবের খেলা,
দূরাতীত শরতের কত সন্ধ্যাবেলা
মোদের নিভৃত সুখ আজো জাগে প্রাণে
মনসিজ প্রেম তাই মৃত্যু নাহি জানে !

আশঙ্কা।

গত বসন্তের স্মৃতি শ্যাম পত্ররাজি
শুষ্ক জীর্ণ পাণ্ডু হয়ে ঝরিতেছে আজি
পথ তরু তলে, নব শরত পবনে
সেই জীর্ণ পত্র গুলি ম্লান ধূলি সনে
যেতেছে উড়িয়া, শেষ স্মৃতি বরষার
ক্ষীণ অশ্রুবিন্দুভরা ফুল্ল সুকুমার
শরতের মেঘ, মিলাতেছে ধীরে ধীরে ;
আমি ভাবিতেছি আজ নয়নের নীরে
প্রিয়তম মিলনের সুখ স্মৃতি গুলি
এমনি কি দিতেছ ছড়ায়ে, গেছ ভুলি
অশ্রু মোর অতি স্বচ্ছ নীলাম্বর সম ?
মুঞ্জরিবে কিশলয় নগ্নতরু পরে
মধুমাসে, ভুলে যদি থাক প্রিয়তম
আমার বসন্ত গত চিরদিন তরে !

বধির।

অতিক্রমি ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠে যেথায়
নারায়ণ নিত্য মগ্ন অনন্ত-শয্যায়
গভীর নিবিড় ধ্যানে, গ্রহ উপগ্রহ
অসংখ্য নবীন সৃষ্টি নিত্য অহরহ
সৃজন হতেছে যাঁর হৃদয়ের মাঝে,
ভেদি দূর দূরান্তর যদি গিয়া বাজে
সেই সপ্তলোকপ্রান্তে, শুধু ক্ষণ তরে
বেদনার আবেদন, ভক্তকণ্ঠস্বরে
ব্যাকুল আহ্বান ধ্বনি, ত্যজিয়া সকল
দেখা দেন ধরাপ্রান্তে ভকত-বৎসল !
এ অদূরে প্রিয়তম পশেনাকি কাণে
বিরহী এ হৃদয়ের নিত্য আবেদন
ক্ষণিক দর্শন সাধ, প্রেমের আহ্বানে
চঞ্চল হয় না হৃদি, ভাঙ্গেনা স্বপন !

সন্ধ্যায়।

তোমারে প্রতীক্ষা করি সুদীর্ঘ দিবস
কেটেছে আকুল প্রাণে, চরণ অবশ
মৌনলজ্জা সম গাঢ় আরক্ত-কপোল
সন্ধ্যা ধীরে আসিতেছে আনত।
কর্ম্ম-জীবনের চিরব্যগ্র কলরোল
আসিতেছে মন্দ হয়ে, নিরাশার মত
বিফল সাধনা শেষে, কাতর নয়নে
নিষ্ফল প্রতীক্ষা খানি অশ্রু আবরণে
প্রসারিয়া বেদনার বাষ্প-যবনিকা
লুপ্ত করিয়াছে ধীরে দীপ্ত আশালিখা
সুখময় মিলনের স্বপ্ন-চিত্র খানি;
শান্ত এবে কলকণ্ঠ আশাময়ী বাণী।
কম্পিত অধর আর অরুণ নয়ন
জানাতেছে প্রভাতের নিরাশস্বপন।

অনাদর।

এসেছিল সে আমার উৎসব আগারে,
শত অতিথির মাঝে শুধু একজন !
সহাস্য কুশল প্রশ্নে, শিষ্ট ব্যবহারে
সমাদরে তুষেছিনু করি প্রাণপণ !
শ্রেষ্ঠ বিপণিতে কেনা নানা মিষ্ট-ভার
সমুচিত সন্তর্পণে সেই উপহার
তাহারে সঁপিয়াছিনু সুমিষ্ট ভাষায়,
অন্য অতিথির মত তারো করখানি
পরশিয়া কহেছিনু বিদায়ের বাণী ;
কোন ত্রুটি করি নাই, তবু প্রাণে মম
অনুতাপ জাগিয়াছে অতি তীব্রতম ;
নিষ্ঠুর পীড়নে প্রাণ কহে শত বার
এ হেন সম্মানে শুধু অপমান তার।

দরিদ্র।

আমার এ ভাঙ্গা ঘরে বরষার রাতে
একাকিনী বসেছিনু, ভয়ে আঁখিপাতে
ঘুম নাহি ছিল, বজ্র ডাকে বারে বারে
পবন ছুটিয়া যায়, ভীষণ হুঙ্কারে
ত্রস্ত বিশ্ববসুন্ধরা, মত্ত সৌদামিনী
আকাশে নাচিয়া চলে অনল নাগিনী
কাঁপায়ে জ্বলন্ত কণা শতলক্ষফেরে।
হেন কালে কে গো পান্থ এ দুর্য্যোগ হেরে
এসেছ আশ্রয় খুঁজি মোর দ্বার-তলে ?
আমা হতে দীন হীন ? লোকে যে গো বলে
তুমি রাজ্য অধীশ্বর অখণ্ডপ্রতাপ ;
কোথায় বসাব তোমা, হায় পরিতাপ
কনক-আসন নাহি ; বস ভূমি তলে
আমার এ জীর্ণ চীর আধেক অঞ্চলে ;

ভিক্ষা।

মনে হয় আজি এই দিবসের শেষে
আমারে যাইতে হবে বহু দূর দেশে
পান্থ অসহায়, পথের সম্বল নাই
দীপ তৈলহীন, বড় ভয়ে ভয়ে তাই
এসেছি দুয়ারে তব ভিক্ষা মাগিবারে,
হে রাজেন্দ্র মহীশ্বর, তোমার ভাণ্ডারে
শুনেছি সঞ্চিত আছে অক্ষয় রতন,
প্রাসাদ দুয়ারে জ্বলে উজ্জ্বল বরণ
কনক-প্রদীপ কত, তারি মাঝ হতে
কিছু দিতে আজ্ঞা হোক, অন্ধকার পথে
শুধু একখানি আলো স্থির-দীপ্তি-ময়,
ভীরু প্রাণ হয় যাহে নিতান্ত নির্ভয়
হাসিয়া চলিয়া যায়, যাত্রা অবশেষে
পথে রেখে যাব তারে তোমারি উদ্দেশে

সর্ব্বস্ব

সুখে দুঃখে আশা নিরাশায়, এ নির্জ্জন
অন্তর মন্দিরে জ্বালিয়াছি একখানি
কনক-উজ্জ্বল প্রেম নির্ম্মল শোভন
তোমারি কারণে, আর কারে নাহি জানি।
নতনেত্রে অশ্রুভরা বিরহ-বেদনা
শুধু জাগে তোমাতরে, মৃদু ওষ্ঠাধরে
কাঁপি ওঠে সুখহাসি, মিলন-বাসনা
তব দরশনে হৃদি আলোড়িত করে,
ছড়ায় সর্ব্বাঙ্গে মোর আনন্দ উদ্বেগে।
বিরহে ব্যাপিয়া বিশ্ব জাগ আঁখি পরে
আমারে আকুল করি, অপূর্ব্ব আবেগে
জাগাও সুখের ব্যথা অধীর অন্তরে
মিলনের মাঝে, দূরে পেলে মরে যাই
কাছে পেলে কোথা রাখি ভাবিয়া না পাই

ভীরুতা।

বড় যত্নে, বড়স্নেহে কত শতবার
এতটুকু ঠাঁইজোড়া নামটি তোমার
লিখে মুছে ফেলি তবু, মসি-রেখা-জালে
বহুধৈর্য্যে লুপ্ত তারে করি এককালে !
হেথায় নিভৃত কক্ষে মর্ম্ম-অন্তঃপুরে
যেথা লেখা তব নাম সর্ব্বঠাঁই জুড়ে
কোন চেষ্টা নাই সেথা মুছিতে তাহারে,
নবীন সুন্দর বর্ণে শুভ্র আলোধারে
করিতে উজ্জ্বলতর নিত্য সাধ যায়,
পত্র-পুষ্প-লতিকার লাবণ্য-লেখায় !
ললিত মধুর ছন্দে আনন্দ সঙ্গীতে
বেষ্টিয়া রাখিতে তারে দিবসে নিশীথে।
সেথা শুধু দেবতার করুণ নয়ন,
বাহিরে নিষ্ঠুর বিশ্ব, কৌতুক বচন !

ভীরু-প্রেম।

এযে সঙ্গোপন সুখ, বড় সুকুমার,
অক্ষম শিশুরপ্রায় দুর্ব্বল সুন্দর,
করুণ নয়ন দুটি, মৃদু-তনু-ভার
অপরে সঁপিব ভেবে তরাসেকাতর!
তাইতো ভুলেছি সব আর কাজ নাহি
শুধু তারে বক্ষে লয়ে চলেছি একেলা,
প্রভাত কাটিয়া যায়, শান্তি গান গাহি
পাখী ফিরে আসে নীড়ে, ধীরে সন্ধ্যাবেলা।
শ্রান্ত সূর্য্য অস্ত যায়, সুপ্তি-মন্ত্র পড়ি
শান্ত করি কলরব, সুস্নিগ্ধ বীজনে
যামিনী পাড়ায় ঘুম সকল ভুবনে!
আমারি বিরাম নাহি নিশি দিন ধরি;
তাই আজ ভীত আমি শ্রান্ত হলে পরে
কে আছে করুণ এত দেব যার করে।

প্রেমের ঈর্ষা।

গভীর নিশীথে বন্ধু, এস মোর ঘরে ;
বিশ্ব যবে সুপ্তিভারে নিস্পন্দ নীরব
জনহীন রাজপথ, যবে ক্ষণতরে
নিরুদ্ধ বিপণি-মালা, নিস্তব্ধ উৎসব !
গবাক্ষে নয়ন নাই, পান্থ বধূগণ
মুগ্ধনেত্রে বার বার না চাহে ফিরিয়া
হেরি ও সুন্দর মুখ ; পরিচিত জন
পথে যেতে অকস্মাৎ তোমারে হেরিয়া
নাহি ভাবে মহাসুখে আজি সুপ্রভাত !
আমার দুয়ার দেশে জাগ্রত প্রহরী
চকিতে দাঁড়ায় দূরে জুড়ি দুটিহাত
নোমাইয়া শির। আমি দেব প্রাণ ভরি
সব সুখ সব হাসি সকল সম্মান
তোমারে হেরিবে শুধু আমার নয়ান।

দান।

হে সুন্দরতম বন্ধু! একদিন তরে
ও পীত উত্তরী খানি দিয়ে যাও মোরে,
শ্রীঅঙ্গ-সুরভিমাখা নম্র সুকুমার
নববসন্তের মত উত্তরী তোমার!
গভীর নিশীথে যবে ঘুমাবে সকলে,
আবরিয়া ফুল্ল তনু সে উত্তরীতলে
লুটাইব শয্যাবক্ষে সুখালসভরে
মুক্তবাতায়ন হ'তে কপোলে অধরে
চক্ষে বক্ষে গ্রীবা-মূলে, পদপ্রান্ত-দেশে
চন্দ্রকর মুগ্ধ হ'য়ে পড়িবেক হেসে!
সুখে কাটাইব জাগি সুদীর্ঘ নিশায়
ফিরাইয়া দিব তারে নির্ম্মল উষায়।
স্নান শেষে শুদ্ধ দেহে সেই খানি পরে
দেখা দিয়ে যেয়ো পুন আমার এ ঘরে!

অজ্ঞাতে।

আমিত জানিনে কোন সোণার সন্ধ্যায়
এসেছিলে, হে সুন্দর, নীরবে নির্জ্জনে,
কেমনে পশিয়াছিলে শব্দহীন পায়
প্রথমমলয় সম-নিভৃত জীবনে !
শুধু জানি অতি মৃদু সুমধুর মুখ
রজনীতে করেছিল আমারে উৎসুক ;
থেকে থেকে নিদ্রা ঘোরে শুনি নাম কার
চমকি জাগিয়া ছিল হৃদয় আমার ;
প্রভাতে খুলিয়া দ্বার উন্মুক্ত আলোকে
দেখিনু দাঁড়ায়েছিলে জীবন-শিয়রে,
আঁধার নিদ্রার মাঝে নিদ্রাহীন চোখে
ঢালিয়াছ সুখ-স্বপ্ন প্রাণখানি ভ'রে ।
অজানা আকাঙ্ক্ষা ছিলে আধেক তন্দ্রায়,
জেগে মনে হ'ল যেন চিনেছি তোমায় ।

আশঙ্কা।

মোর জীবনের আছিল আলোক
একখানি মৃদু হাসি,
তাহারি কিরণে, ফুটিত অশোক
মালতী শেফালি রাশি !
সে আলোক ধারা অজানা কুহকে
জাগাত নূতন গান
নব নব সুখ নবীন পুলকে
কাঁপাত সকল প্রাণ।
কবে একদিন, মনে নাহি ভাল,
কে আসিল মোর ঘরে
দেবতার মত নয়নেতে আলো
মাধুরী অধর 'পরে।
তাহারে তুষিতে হৃদয় আকুল,
সঁপিয়া সে মধু হাসি
ভাবিতেছি আর ফুটিবে কি ফুল
সেই আলো, গীতরাশি ?

স্নেহ-বন্ধন।

আজিকে অধিক ফুল পারিনি তুলিতে,
শীতের সকালে-ঝরা ছোট শেফালিতে
হের এই গাঁথিয়াছি ছোট মালাখানি ;
কুলাবেনা পরাইতে সুকণ্ঠ ঘিরিয়া
ওগো সখা, হাসিমুখে তবু দেহ আনি
তোমার দক্ষিণ হাত ; রাখিটি করিয়া
এসগো পরায়ে দেব কোমল বন্ধন,
আমার জীবন ভরা তোমারি স্বপন।
শুকাইয়া গেলে, তবু দিওনা ফেলিয়া,
ওগো সকরুণ মোর, রাখিও তুলিয়া
উত্তরী অঞ্চলে বাঁধি শিথানে তোমার ;
হয়তবা কোন রাতে, তিমির অপার
প্লাবিবে মেদিনী যবে, ঝঞ্ঝা ঝটিকায়
কাঁপিয়া উঠিবে সিন্ধু ; বিজন শয্যায়
নিদ্রাহীন শ্রান্ততনু শুইবে একেলা,
শুকান ফুলের গন্ধ সেই রাত্রিবেলা

মনে এনে দেবে কত শিশির-সজল
মধুর প্রভাতকাল, স্বচ্ছনিরমল
নীরব নিবিড়নীল মধ্যাহ্ন-গগন,
সন্ধ্যার-আরতি-আনা কনক তপন ;
বাক্যহীন ম্লানমুখ কম্পিত অধর
দুইটি সজলআঁখি বিদায়-কাতর !

তুমি ও আমি।

মৃদঙ্গের রব তুমি গম্ভীর বিশাল,
আমি তারি মাঝ খানে মন্দিরার তাল,
তুমি শুধু গুরু গুরু একাগ্র নিস্বন,
আমি তারি মাঝে সদা তরল নিক্কণ
মৃদুল মধুর ধ্বনি নিত্য রিণি রিণি,
সমুদ্রের কোলে যেন নাচে নির্ঝরিণী।
অনন্ত আকাশ তুমি ব্যাপ্ত দিগন্তরে,
শান্ত সরসীর বুকে আমি তারি ছায়া,
সম্পূর্ণ রাগিণী তুমি, শুধু ক্ষণ তরে
আমি তারি মাঝ খানে মূর্চ্ছনার মায়া।

প্রেম কোজাগর।

ওগো নরনারায়ণ,
কেন বিছাইলে আসি অনন্ত শয়ন
আমার জীবন 'পরে ? এ দীন আসন
নহে যোগ্যতব ! চির বুভুক্ষিত ব্যথা
অন্তর মাঝারে মোর ; হায় পাব কোথা
পরিপূর্ণ সুধাপাত্রে অনন্ত অমৃত ?
কোথা পাব দিব্য-কান্তি রতন লাঞ্ছিত
লক্ষ্মীর মতন ? শুধু ধ্রুবতারাসম
জ্বালিয়াছি অনিমেষ প্রেম দৃষ্টি মম
শয়ন শিয়র পরে ; পাদপদ্ম তল
ঘেরিয়া বিছায়ে আছি জীবন অঞ্চল !
জেগে আছি ভয়ে, যদি ভাঙ্গে ঘুম ঘোর
সুখ স্বপ্ন টুটে যায়, না হইতে ভোর !

হায়, জেগে ওঠ যদি !
দেখ যদি বসে আমি আছি নিরবধি
তোমার চরণতলে, জনম-অবধি
অনিদ্রায় উৎকণ্ঠায় ম্লান মুখ খানি,
নিত্য সেবাতুরনেত্র, মুখে নাই বাণী !
অকস্মাৎ জেগে উঠে দেখ যদি ফিরে
বহুদীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ বহু ধীরে ধীরে
অবসান হয়ে গেছে ; শুক্লপক্ষ আসি
দিনে দিনে খণ্ডে খণ্ডে নিঃশব্দে বিকাশি
ফুটায়েছে কোজাগর পূর্ণিমার চাঁদ,
হৃদয়ের পূর্ণ সিন্ধু করিয়া উন্মাদ,
তবে দীনা রমণীরে সুধা-সম্ভাষণে
অভিষেক করিবে কি লক্ষ্মীর আসনে ?

বিপরীত।

ঘুমাব বলিয়া পাতিনু শয়ন
বড়ই যতন করি,
স্বপন দেখায়ে রাখিলে জাগায়ে
সারাটি রজনী ধরি !
মরিব ব'লয়া বড়ই গোপনে
করিনু গরল পান,
সে সাধ মারিয়া জীবন ভরিয়া
করিলে অমিয়া দান—
শুকাবে বলিয়া কুসুম তুলিয়া
আমি দিতেছিনু ফেলে
তুমি তাহা দিয়া মালাটি গাঁথিয়া
গলায় পরিয়া গেলে।

অনুরোধ।

ভালবাস মনে মনে! তবু থেকে থেকে
সেই কথা মুখে বল হেসে,
বাহু বাঁধি কটি-তটে বুকে মাথা রেখে
মাঝে মাঝে বড় কাছে এসে!
ভালবাসি জান সখা? তবু অভিমান
কর তুমি আমার উপরে,
ডাকি শত প্রিয়নামে আকুল পরাণ
তা'না হলে বুঝাব কি করে?

নিষেধ।

গেয়োনাগো তুমি গেয়োনা অমন করে'
ও দুটি আঁখিতে ভরি করুণ মিনতি
চেয়োনা মুখের 'পরে!
কিবা মোর আছে যা তোমার নাই
যা তোমারে দিলে আমি সুখ পাই,
কি বুঝাতে চাহি ভাষা নাহি মিলে,
তবুও হে সখা, তুমি না বুঝিলে
নয়নে সলিল ঝরে!
ওগো এস তুমি, এসগো দুয়ার ছেড়ে
দূর হতে মিছে ডাক, কাছে হতে সব তুমি
নিয়ে যাও কেড়ে,
ব্যথায় ব্যথিয়া কর আপনার
পলকে ছিনিয়া লহগো সংসার,
ভিখারীর কাজ নহে বিশ্বজয়,
হও মহারুদ্র অনম্য অভয়
কাঙ্গাল সাধনা ছেড়ে।

মানভঞ্জন।

মনের কথাটি বুঝিলনা হায়,
অবোধ বঁধু সে মোর ;
যাহার করেতে রাখিটি বেঁধেছি
এ নব জীবন ডোর !

বড় অভিমান করেছিল আজ,
শুনিয়া সোহাগ-ভাষ ;
"মাণিক" বলিয়া কেন ডাকি তারে
"বন-ফুল" মৃদু-হাস ?

কেন গো বলিনা "অসীম অম্বর" ?
"সাগর-পরিধি-ধরা" ?
"বিপুল বিশাল উজ্জল তপন" ?
"শশীষে পীযূষভরা" ?

কেন গো বলিনা বিশ্বের-সোহাগ
   "নবীন বসন্ত মাস" ?
যাহার চরণ পরশ আভাষে
   ফোটে কোটী ফুল রাশ ?

অসীম আকাশ, তপন চন্দ্রমা
   বিশাল ধরণী খানি,
সুকোমল ছোট বুকের মাঝারে
   কেমনে রাখিব আনি ?

"মাণিক" করিয়া রাখিয়াছি তাই
   বুকের বুকের মাঝে,
পরশ-পাথর চির জীবনের,
   বাসনা বিরাগে লাজে।

আকাশ, ধরণী, তপন, চন্দ্রমা,
   নিখিল বিশ্বের ধন ;
আমার মাণিক আমারি কেবল
   বড় সুখ সঙ্গোপন !

বিশ্বের সোহাগ বসন্তে কি কাজ
অনন্ত সুন্দর হ'লে ?
কোটি লক্ষ ফুলে কেমনে বহিব
মোর দুটি করতলে ?

সকল বসন্ত তাইত গড়েছি
একটি কোমল ফুলে,
সোহাগে রাখিতে করপুট মাঝে
কপোলে অধরে চুলে !

মনের কথাটি বুঝিলে এখন ?
পাগল, আপন হারা !
বুকের মাঝারে আছে যেই জন
সেই ত সকল বাড়া।

ভূষণহীনা।

হায় তার ম্লান বেশ, মলিন অধর,
সীমন্তে সিন্দূর নাহি রিক্ত দুটি কর ;
কণ্ঠে নাহি রত্নমালা, নীলাঞ্জন রেখা
ঘন নেত্র-পক্ষ্মজালে, অলক্তের লেখা
চরণপল্লব হতে ধৌত বহুদিন।
শুধু শুক্লাম্বর খানি বর্ণ রেখাহীন
আছে সারা অঙ্গ ঘিরে ; অয়ি সীমন্তিনি,
তোমার অনেক আছে কঙ্কণ কিঙ্কিনী ;
রতন ভূষণ কত, নব রক্তাম্বর,
ললাটে চন্দন লেখা, তাম্বুলে অধর
রাঙা সারাদিন, শুধু তার বক্ষ মাঝে
পরশ পাথর খানি সদাই বিরাজে,
অন্তর বাহির তাই কষিত কাঞ্চন
সে অঙ্গে ভূষণ আর নাহি প্রয়োজন।

কেমনে ?

ছোট এ মরমপুটে অই মুখখানি তব
রেখেছি গোপনে,
তবুও আলোক তার কেমনে পড়িল আসি
সকল ভুবনে ?
কোমল অধর পুটে সোহাগ চুম্বন তব
মধু স্পর্শ আনে,
তবুও সুধার স্রোতে ভরিল জীবন মোর
কেমনে কে জানে ?
আমার জীবন উৎসে কুলু কুলু তান
আছিল প্রাঙ্গণে তব শোনাইতে গান ;
প্রবাহে বহালে তারে কনক তরণী খানি
ভাসালে কেমনে ?
আজি ভরা কূলে কূলে, মুখর মর্ম্মর গান
উঠিছে গগনে।
এ প্রেম প্রদীপ খানি আছিল শিয়রে তব
আঁধার নিশায়,
তাহারে কেমনে তুমি লয়ে গেলে মহাকাশে
ধ্রুবতারা প্রায়।

ভিক্ষা শেষে।

অন্নপূর্ণা সাজিয়াছে আজি ভিখারিণী ;
বহিয়া ভিক্ষার পাত্রে ক্ষুধিত কাহিনী
এসেছে দুয়ারে তব, ওগো মহেশ্বর
ত্রিদিব-পতির-পতি ; আজ দেহ বর,
ক্ষুধা মিটাইয়া কর অমর অক্ষয়,
তৃষা ঘুচাইয়া শান্ত করহ হৃদয়।
হায়, কিছু নাহি দেব তোমার সম্বল !
শ্মশান বিভূতি অঙ্গে, কণ্ঠে হলাহল
এই দেব সর্ব্বস্ব তোমার ? ভিক্ষাতরে
নিশি দিন বিশ্বে তুমি ফের ঘরে ঘরে ?
তবে তুলে লও হাতে প্রলয় বিষাণ
বাজাও ভৈরব সুরে, আজিকে ঈশান
ছিন্ন কর বিশ্বের বন্ধন, বন্যাধারা
আসুক ছুটিয়া আজি উন্মাদের পারা,
বিলুপ্ত হইয়া যাক বিশ্ব চরাচর
গৃহ গ্রাম বনস্থলী ভূধর প্রান্তর।

আকাশ মিশিয়া যাক অনন্ত আঁধারে
গ্রহতারা খসে যাক মরণ পাথারে !
তব প্রেম তপস্বিনী প্রিয়া পার্ব্বতীরে
আজি বাঁধিয়া বক্ষে প্রলয়ের নীরে
ঝাঁপাইয়া পড় আসি, ওগো মহেশ্বর
সন্তরিয়া চল যেথা চির সৃষ্টিধর
লক্ষ্মী লয়ে নব সৃষ্টি রচিছেন বসি ;
প্রেমের বৈকুণ্ঠধামে চল দোঁহে পশি

চির বিস্ময়।

অমৃত পুষিয়া বক্ষে মরি ভয়ে ভয়ে ;
কণ্ঠে ভরি হলাহল নিখিল নিলয়ে
কেমনে আনন্দে ফের তাই ভাবি মনে !
পট্টাম্বরে সর্ব্ব অঙ্গ সম্বরি যতনে
তবু মরে থাকি লাজে ; ওগো দিগম্বর,
তুমি কেমনেতে ফের বিশ্ব চরাচর,
এ মহা মেলার মাঝে লজ্জাহীন মুখে
ঢুলু ঢুলু দুনয়ন চির হাসি মুখে ?
অন্নপূর্ণা হয়ে আমি তবু ভয় মানি
সর্ব্বস্ব বিলায়ে দিতে, কেমনে না জানি
বিশ্বের ভিখারী তুমি, না মাগিতে বর
সদানন্দে দান কর বিশ্ব চরাচর !
এমনি করেই মোরে করিয়াছ জয়,
তুমি চির অন্তহীন অসীম বিস্ময়।

অক্ষমতা।

ভেবেছিনু প্রেমখানি দিবনা কাহারে ;
সাবধানে লয়ে গিয়ে মরণের পারে
সঁপি দিব পূর্ণ প্রাণে বিশ্ব-রাজ পায়ে,
তাই যত্নে রেখেছিনু অন্তরে লুকায়ে।
তুমি কেন এলে সখা, যৌবনের প্রাতে
বক্ষ আবরণ খুলি ধরি দুটি হাতে,
তাহারে লইয়া গেলে আপনার ঘরে ;
মোরে কাঙ্গালিনী করি চিরদিন তরে !
তাই একা কাঁদি বসে দিবসে সন্ধ্যায়,
ব্যাকুল প্রয়াসে ভাবি ফিরে নিব তায়
যখন দাঁড়াবে আসি নয়ন সম্মুখে,
স্বপন-নয়ন মেলি হাসি ভরা মুখে !
দেখা হলে সব কথা কেন ভুলে যাই ?
আরো কি আনিয়া দিব শুধু ভাবি তাই !

স্বয়ম্বর।

এসতবে প্রাণতম, দাঁড়াও সম্মুখে
উন্নত মহিমা ভরে, সুপ্রশান্ত মুখে ;
শিথিলিয়া কেশপাশ, নববাস পরি
মঙ্গল আরতি ডালি আজি শিরে ধরি,
বাজাইয়া পুণ্য শঙ্খ, কুশলদর্শনে,
তোমারে বরিব আজি হৃদি-স্বর্ণাসনে
অনন্তক্ষমতাময় রাজাএকেশ্বর ;
তোমারে করিব আজি অক্ষয় অমর
হৃদয় অমৃত দানে, তরুণ জীবন
পরাব তোমার গলে লাবণ্য ভূষণ !
কিছু রাখিবনা আজি আপনার তরে
সর্ব্বস্বান্ত করি শোধ দেব রাজ করে !
তুমি দাঁড়াইয়া দেখ দেবতার মত,
ভক্ত কেমনেতে করে আয়োজন যত।

প্রেমের তপস্যা।

প্রতি দিবসের দুঃখ শির নোমাইয়া
আশীর্ব্বাদি ফুল সম লব ভক্তি ভরে,
আজন্মের সাধগুলি একান্তে বহিয়া,
সুখ-ভোগ্য ফল সম চির দিন তরে
আনন্দে উৎসর্গ দিব তোমারি উদ্দেশে ;
দেহ খানি সযতনে রাখিব ঘেরিয়া
নামাবলি বসনে তোমার, দিন শেষে
স্মৃতির সুবর্ণদীপ উজ্জ্বল করিয়া
আরতি করিব সুখে মূরতি তোমার !
নীরব নিশীথে ঝরা নয়নের জলে
ধৌত করি লব হাসি প্রভাত পূজার,
তার পরে এক দিন বিজনে বিরলে
ধ্যাননির্নিমেষনেত্রে, সুপ্রশান্ত মনে
জীবন মরণ মোর সঁপিব চরণে।

বিরহী।

মেঘ নামিয়াছে আজ ঘেরি চারি পাশ,
নব স্নিগ্ধ অন্ধকার, সজল বাতাস
ধরণীর আর্দ্রবক্ষে নিবিড় পরশে
রোমাঞ্চ জাগায়ে তুলি উদ্দাম হরষে
ছোটে গর্ব্বভরে; বজ্র ডাকে বারে বারে
প্রদীপ্ত অনলশিখা বিদ্যুৎ প্রিয়ারে
আপন বক্ষের মাঝে, শ্যাম তরুগুলি
সুঠাম বঙ্কিম বাহু ঊর্দ্ধপানে তুলি
আরক্ত চুম্বন-পুষ্প দেখায় কাহারে!
পূর্ণা তরঙ্গিণী ধায় দূর পারাবারে
মিলন ব্যাকুল; রুদ্ধ ঘরে একা বসি
অশ্রু আঁখি, প্রাণে জাগে তব মুখ-শশী!
তবু একবার এস নয়ন সম্মুখে
বাহু-বন্ধে তনুখানি গাঁথি লহ বুকে!

মেঘ ও রৌদ্রে।

কভু বর্ষা, কভু আলো, একেলা বসিয়া
শুধু তোমারেই ভাবি, রহিয়া রহিয়া
সুখাকুল স্মৃতিখানি কাঁপি বক্ষ মাঝে
আমারে উতলা করে, অশ্রুজল রাজে
ব্যাকুল নয়ন কোণে ; সাধ যায় গানে
সে ব্যাথা ফুটায়ে তুলি সকরুণ তানে
পাঠাই শ্রবণ মূলে ; হায় যদি ভুলে
এ পথে দাঁড়াও আসি আঁধার অকূলে
ধ্রুবতারাসম !—যবে আলো ওঠে জেগে
পরাণ উতলা হয় মিলন আবেগে
দরশের তরে ; যবে মেঘ নেমে আসে
বাতাস দুরন্ত হয়, আঁধার আকাশে
চাহি প্রাণ ওঠে কেঁপে ; হৃদয় উন্মনা
শতবার কেঁদে কহে আজ আসিও না।

সুখ।

শরতের দ্বিপ্রহর সুন্দর নির্ম্মল,
সুনীল আকাশ-ময় কিরণ তরল,
স্নিগ্ধ ঘরখানি মম নিভৃত নির্জ্জন,
তোমারি স্বপন ছিল নয়ন ভরিয়া,
তোমারি প্রতীক্ষা ভারে কম্পিত করিয়া
হৃদয় জানাতেছিল বিজন-বেদন !
যেমনি মুদেছি আঁখি ক্ষণিক নিদ্রায়,
প্রিয়তম তুমি আমি নিঃশব্দ চরণ,
উন্মুখ অধরে রাখি সুচির চুম্বন
মুগ্ধ জাগরণ আনি লুকালে কোথায় !
আমি ছিনু যতক্ষণ ব্যাকুলহৃদয়,
তুমি ছিলে জীবনের দুরাশা-স্বপন,
ক্ষণিকের শান্তিময় আত্ম-বিস্মরণ
তোমারে আনিয়া দিল সারাপ্রাণময়।

চিরনব।

হে মোর কুহকি প্রিয়, হে প্রাণমোহন,
মুগ্ধ হয়ে আছি আমি এ চির জীবন ;
তবু কেন মন্ত্র খেলা কুহক বিস্তার
নিত্য নব-রহস্যের নব-আবিষ্কার।
যে দিন বিরহ ভারে অবনত হিয়া,
চুপি চুপি কাছে এসে দাঁড়াও হাসিয়া,
সজল নয়নে ঢালি হাসির কিরণ
পরাণ ভরিয়া দেও সুখ-আলিঙ্গন !
মিলনের স্মৃতি-সুখে আছি যেই দিন,
কোথা হতে ভেসে যাও বন্ধন-বিহীন
বসন্তপবন-সম ; দূরে বহু দূরে
বাজে তব কুহুতান কোন স্বপ্নপুরে !
যৌবন উতলা যবে, সুরভি সমীরে
"প্রেম, তনু-হীন সুখ" বলে যাও ধীরে !

মন্ত্রমুগ্ধা।

হে কুহকি বিস্তারিয়া রাখ চিরকাল,
অজানা রহস্য ঘেরা তব মন্ত্রজাল!
বাজায়ে বাঁশরী খানি নিত্য নবতানে,
ফণিনীরে রাখ সখা আনত পরাণে
তোমার চরণতলে, হের সারা বেলা
গরল-বিস্মৃত মুগ্ধ লাবণ্যের মেলা,
ফণা হেলাইয়া কভু গর্ব্ব আস্ফালন,
কভু শ্রান্ত সুখ ভরে স্খলিত শয়ন!
শোন ওগো বঁধু কভু বাঁশীখানি থুয়ে
ঘুমে লুটাইয়া যেন পোড়নাক ভুঁয়ে!
মন্ত্র ছুটে গেলে তবে প্রাণপূর্ণ বলে
ভুজঙ্গিনী জেগে উঠে, নবীন গরলে
জর্জ্জরি সর্ব্বাঙ্গ তব, হৃদয় অমিয়া
সব পান করি লবে তোমারে বঞ্চিয়া।

ব্যাকুলতা।

একি তীক্ষ্ণবেদনার শত গ্রন্থিপাশে
জড়ায়ে গিয়াছে ব্যগ্র নবীন জীবন,
কোন বিষমদিরার ফেনিলউচ্ছ্বাসে
সমস্ত হৃদয় ভরি উন্মাদ নর্ত্তন ?
রুদ্ধ পাগলেরমত নয়নেরতারা
অধীর কাহারে খোঁজে সারা নিশিদিন,
উৎসুক শ্রবণ চিরতৃষিতের পারা
কার স্বরসুধা বিনা শান্তি তৃপ্তিহীন !
নিভৃত হৃদয় মাঝে কাহার বিরহে
প্রাণ-পাখী কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত সকাতর,
কাহার উদ্দেশে সদা আধস্বরে কহে
সোহাগবচনশত অমৃতনির্ঝর ?
কোন ঝটিকার এই প্রথম নিশ্বাস
কোন মহা প্রণয়ের শুধু পূর্ব্বাভাষ !

প্রতীক্ষা।

জনতার নাহি সীমা মুক্ত রাজপথে,
কত জনে আসে যায় কত দিক হতে,
কত আলো কত বায়ু কত হাসি গান
কত সুমধুর মুখ, সুন্দর নয়ান ;
কত মিলনের মেলা আনন্দ উৎসব,
যৌবননিকুঞ্জে কত বাঁশরীর রব !
অন্ধসম পড়ে আছি পথ-পার্শ্বদেশে,
নাহি জানি কত সুখ চলে যায় ভেসে
জীবনে আঘাত করি ; বধিরের প্রায়
নাহি জানি কোথা হতে বসন্তের বায়
বহি আনে প্রেমমাখা কোকিলেরতান,
নিশি দিন বসে আছি উৎসুকপরাণ,
কবে, তব স্পর্শে দৃষ্টি আসিবে নয়নে,
পশিবে শ্রবণ সুখ বধির শ্রবণে ?

বিরহে।

দিন পরে দিন যায়, মাস পরে মাস,
আমারি জীবনে চির আঁধার আকাশ ;
না বহে বসন্ত বায়ু পুষ্পপরিমল,
নাহি ফোটে শরতের আকাশ নির্ম্মল !

আজ বহুদিন নয়, ছিল একদিন
বসন্তপুষ্পিত-প্রাণ ফুলশয্যালীন ;
মাথার উপরে ছিল সুনীল আকাশ
শত সুখ আকাঙ্ক্ষার সুন্দর বিকাশ।

কেমনে আঁধার ঘোচে জানে একজন
যাহার ছায়ায় লুপ্ত সমগ্র জীবন,
আমার সকল আলো অঞ্জলি ভরিয়া,
প্রিয় সে, আপন ঘরে রেখেছে হরিয়া !
দিন পরে দিন যায়, মাস পরে মাস,
এ চির জীবনে তাই আঁধার আকাশ !

অতৃপ্তি।

হায় সখা, বিন্দু বিন্দু কৃপাবারি-পানে,
মেটেনা জীবনভরা তৃষিতবেদনা।
ক্ষণিক মিলন-সুখ ব্যথিত পরাণে
কই আনে তৃপ্তিময়ী মধুর সান্ত্বনা ?

এস তুমি তটপ্লাবী মহাসিন্ধু প্রায়,
নিত্য নবসোহাগের বিপুল উচ্ছ্বাসে,
তরঙ্গে বেষ্টিয়া ধরি, ডুবায়ে আমায়
দ্রবিয়া মিটায়ে দেও অনন্তপিয়াসে।

ওগো সুগম্ভীর শান্ত জলদ-সুন্দর !
আমারে লুকায়ে লও বক্ষের মাঝারে,
বজ্র চিরদিন যথা দীপ্ত চপলারে
বেঁধেছে অসীম প্রেমে বক্ষের ভিতর !

শুভদৃষ্টি

আবার নূতন করি মুগ্ধ কর মোরে,
প্রিয়তম, নিশিদিন রাখি বক্ষে ধ'রে
অন্তরের অন্তর মাঝারে, ভুলে যাই
কি উদার কি মহান তুমি, সীমা নাই
তব সৌন্দর্য্যের, মহত্বের নাহি শেষ ;
তুমি যেন শিরোপরি নীল নভোদেশ ;
অন্তহীন, উদ্ভাসিত গ্রহ তারা ভরা,
কত দীপ্ত চন্দ্র সূর্য্য কত বসুন্ধরা
বহিছ নীরবে, জাগিতেছে প্রতিদিন
মঙ্গল মূরতি, তবু বিস্ময়বিহীন
অবোধ পরাণ চলে আপনার মনে,
শারদ সন্ধ্যার মত ওগো শুভক্ষণে
দেখাও সৌন্দর্য্য নব অসীম অপার,
চমকি দাঁড়াই পুন লয়ে অর্ঘ্য ভার

চিরপ্রেম।

যে প্রেম আমার প্রাণে সারাদিনমান
পূর্ণ করি জীবনের প্রত্যেক নিমেষ,
আছে জাগি হৃদয়ের স্পন্দন সমান,
তারে কেন ক্ষুদ্র মনে হয়? তার শেষ
মৃত্যু তার আছে যেন সদা এই ভয়;
কিন্তু এই অকস্মাৎ বিদ্যুৎ ত্বরিতে
চমকিয়া সর্ব্ব অঙ্গ সকল হৃদয়
যে মহা বিস্ময় জাগে, যে শুভ্র রশ্মিতে
উদ্ভাসিত হয় প্রাণ; যবে শুভক্ষণে
সহসা তোমারে হেরি অসীম সুন্দর,
সেই পরিচয় সুখ, চকিত দর্শনে
অনন্তের স্বাদ সেই ভরিয়া অন্তর,
তারে মনে হয় প্রেম নিত্য মৃত্যুঞ্জয়,
শত পূর্ব্বজনমের ক্ষণিকের নয়!

মিলন-মহিমা।

করিছে কিরণ তব ওহে দীপ্তিমান,
শত লক্ষ ধারে, আমি করিতেছি স্নান
নগ্ন অনাবৃত চিত্তে, উন্মুখ অধরে,
বিস্ময়ে আয়ত নেত্র মহানন্দ ভরে
নিশ্চল নীরব ; যুগ্ম করপুট ভরি
কিরণ অমৃত ধারা প্রাণপূর্ণ করি
করিতেছি পান, তাই আজ তনু খানি
লাবণ্যে নবীন, কণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধবাণী,
হাসিখানি শুভ্রতর, নয়নের জলে
তোমার কিরণস্পর্শ মায়ামন্ত্রবলে
রচি দেয় ইন্দ্রধনু, জাগি ওঠে মনে
সীমাহীন নভস্তল, চন্দ্র সূর্য্য সনে
অযুত নক্ষত্র লোক, বসন্তে শরতে
জীবনের মহাযাত্রা অন্তহীন পথে !

লজ্জা।

হে রাজেন্দ্র, মালাখানি দিয়ে যাও ফিরে,
তোমার উষ্ণীষ চূড়ে হীরক ঝলকে
রবিরশ্মি ঈর্ষামানে, তব কণ্ঠ ঘিরে
চন্দ্রদীপ্তি মুক্তাহার, রতনে কনকে
খচিত বরাঙ্গ-রক্ষা তব রাজবেশ।
তারি মাঝে ম্লানশোভা অতসীর মালা,
আমার এ বসন্তের শীর্ণ অবশেষ
কেন তুলে নিলে বক্ষে ? সুধাগন্ধ ঢালা
রক্ত-কুবলয়-হার সাজে গো তোমায় ;
সুনির্ম্মল প্রভাতের উজ্জ্বল জীবন
আনন্দ লাবণ্য ভরা ; এ যে শুষ্ক প্রায়
গতগন্ধ বর্ণহীন মৃত্যুর স্বপন !
হাসিয়া বলিছ বন্ধু, দেবে না ফিরায়ে,
তবে, রাজবেশ তলে রাখ গো লুকায়ে।

জীবন-সৰ্ব্বস্ব।

তুমি স্বামী, তুমি বন্ধু, তুমি প্রিয়তম ;
অপূর্ণ জীবন আজি তাই পূর্ণ মম
তোমার মিলনে ; স্বামী তুমি, তুমি প্রভু,
তব আজ্ঞা অভিমত ; স্বপনেও কভু
ভুলিনা তাহারে, তুমি প্রিয় বন্ধুবর
তাই অবারিত আজি আমার অন্তর
তোমার নয়ন তলে ; জীবনের কথা,
লজ্জা, দুঃখ, ভয়, মোর আশা, দুর্ব্বলতা
দেবতার মত জ্ঞান ইষ্টমন্ত্র সম !
ওগো চিরমনোহর, ওগো প্রিয়তম,
মুগ্ধ করিয়াছ তুমি ভুলায়েছ মোরে,
দিয়েছ তোমারি আলো মোর নেত্র ভ'রে
তোমারি পরাণ দিয়ে ভরেছ পরাণ,
উন্মুখ অধর তাই লজ্জা অবসান।

অনুমান।

ছিলে বুঝি প্রিয়তম, আমার এ প্রেমে
বীজে অঙ্কুরের মত ; স্নিগ্ধ বারিধারা
মেদুর মেঘের তলে ; আসিয়াছ নেমে
অনুকূল শুভক্ষণে করি তৃষাহারা
শুষ্ক জন্ম-নদে তব ; হরণ করিয়া
সকল মালিন্য তার, উঠেছ বাড়িয়া
পত্র পুষ্প ফলভারে, সুশীতল ছায়
ঘেরিয়াছ তুচ্ছতম জন্ম কণিকায় ;
আশৈশব ছিলে যেন বক্ষেতে আমার,
অনাদৃত সুপ্তগীতি নিলীন ঝঙ্কার
পরাণবীণার মত ; বসন্ত প্রদোষে
অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত যৌবন পরশে
আনন্দে উঠেছ বাজি, সহজে অক্লেশে
তোমারে বুঝেছি তাই বরিয়াছি হেসে !

বিরহ-বিধুরা।

কত দিন প্রিয়তম, হায় কত দিন,
দীর্ঘজীবযাত্রা পথে শ্রান্ত সঙ্গীহীন
চলেছিনু তোমা লাগি, কতদিন শেষে
দোঁহার হইল দেখা পথপার্শ্বদেশে
অস্তমান তপনের স্তিমিত কিরণে ;
আসিল নামিয়া ধীরে অনন্ত ভুবনে
যামিনীর স্নিগ্ধতম শান্তি অন্ধকার,
সন্ধ্যাতারা স্থিরজ্যোতি নির্ম্মল আকার
উদিল গগন মূলে ; তব নেত্র 'পরে
লভিল বিরাম দুটি ব্যগ্র আঁখি তারা,
মঙ্গল মুহূর্ত্তে সেই চিরদিন তরে
ক্লিষ্ট চরণের গতি হ'ল গতিহারা !
কাছে লও আরো কাছে, বক্ষের মাঝারে
সে দীর্ঘ বিরহ ব্যথা ভুলাও আমারে

এখনি ?

সাঙ্গ না হইতে খেলা এখনি বিদায় ?
তবে কেন মোরে সখা আনিলে হেথায়,
এখনো তো সব খেলা হয় নাই শেষ,
এখনো নয়ন ভরা স্বপন-আবেশ,
কত স্নেহ কত আশা বিকাশ উন্মুখ
মধুর ললিত নৃত্যে আজো ভরা বুক !
পল্লবে কুসুম আজি প্রফুল্ল ধরণী
বসন্ত আকাশ ভরা শত গীতধ্বনি !
নিতান্তই যদি ওগো লইবে বিদায়
একবার লয়ে চল কুসুম কাননে,
পরাব মালিকা খানি তোমার গলায়
সুখ-স্মৃতি দু'দিনের রাখিও স্মরণে !
রজনী আসিছে দেখ ঘনায়ে আঁধার,
ঘুম পাড়াইয়া যাও সখা হে আমার !

অভিমান।

তুমি মোরে ব্যথা দিলে নারিব সহিতে ;
দেবের কঠিন শাস্তি শান্ত নম্র চিতে
বহি আমি প্রতি দিন, নয়ন আসারে
ক্ষোভে অভিমানে কভু বলিনা তাঁহারে,
"একি অবিচার তব প্রভু দয়াময়,
দুর্ব্বল জনের প্রতি কেন গো নিদয় ?"
সে প্রেম দিইনি তাঁরে, যার অভিমানে
বরভিক্ষা সাজে মোর, বিমুখ পরাণে
বলিতে শকতি পাই "কভু সহিব না
তব হাতে হেন শাস্তি এহেন বেদনা"।
কিন্তু হায় প্রিয়তম তব পদতলে
কিছু দিতে বাকী নাই, সেই প্রেমবলে
ধরিব দু'খানি হাতে ছাড়িব না হায়,
যদি যেতে চাও দূরে ব্যথিয়া আমায় !

স্বপ্নে ও জাগরণে।

কাল রাত্রি শেষে
স্বপ্নে দেখেছিনু আমি, তুমি দীন বেশে
দাঁড়ায়ে রয়েছ আসি শিয়রে আমার,
শ্রান্ত-শুষ্ক-ম্লান-মুখ রুক্ষ-কেশ-ভার।
আনত অঞ্জলি খানি করুণ নয়ন,
কম্পিত কাতর কণ্ঠে মিনতি বচন।
হেরি সে ব্যথিত মুখ, চকিতে উঠিয়া
সব দিতেছিনু আমি ভূমেতে লুটিয়া,
সহসা ভাঙ্গিল ঘুম,—বিশ্ব নিশ্চেতন;
বুঝিনু তোমার ভিক্ষা নিতান্ত স্বপন।
আজি দ্বিপ্রহরে,
সুনির্ম্মল নীলাম্বর শুভ্র রৌদ্র করে
জাগ্রত সমগ্র বিশ্ব, ধ্বনি অবিশ্রাম
শ্রান্তি নাই, শান্তি নাই গতি অবিরাম।
হেন কালে, দ্বার খানি খুলিয়া সবলে,
সকল ঐশ্বর্য্য মোর ভরি করতলে

রেণু।

কোথা যাও দস্যুবর ? বারেক দাঁড়াও
দিনান্ত সম্বল শুধু ফিরে দিয়ে যাও।
স্বপন গিয়াছে ভেঙ্গে এবে জাগরণে
আমারি কাতর ভিক্ষা তোমার চরণে।

বিদায়।

যদি শ্রান্ত হয়ে থাক শেষ কর খেলা ;
এখনো মধ্যাহ্ন কাল, আলোকের মেলা
আকাশে ধরণী মাঝে বনে নদীনীরে,
এখনো সুন্দর আশা বসন্ত সমীরে !
এ আলোকে প্রিয়তম, সহজ সরল
হবে ফিরিবার পথ, পুষ্প-পরিমল
মুগ্ধ করি দিবে প্রাণ, বসন্ত-শোভায়
সহজে ভুলিবে মোর কাতর বিদায় !
বড় ভয় হয় মনে, কখন্ অজ্ঞাতে
সন্ধ্যা-অন্ধকার আসি নামিবে ধরাতে,
তখন একেলা শ্রান্ত ফিরে যেতে হ'লে
হয় ত বা আঁখি দুটি সিক্ত হবে জলে।

স্মৃতিলোপ।

তাই হোক প্রিয়তম, সব চিহ্নগুলি
দিয়ে যাও মোরে, যদি লেগে থাকে ধূলি
চরণপ্রান্তের পাশে, এলান কুন্তলে
লুণ্ঠিত ললাটে মোর যাও তারে রেখে,
যদি কোন দিন, বন্ধু, মোর অশ্রুজলে
ভিজে থাকে করতল, তুমি দূরে থেকে
আমারি অঞ্চল তুলে বহুধৈর্য্যভরে
মুছে লও দুটি হাত, ভুলে কোন দিন
যদি ব্যথা দিয়ে থাকি, শতগুণ করে
সে বেদনা দেহগো ফিরায়ে। ছায়াহীন
শুভ্র আলো ছিল তব ললাটের 'পরে,
আমারি জীবন ছায়া খণ্ডমেঘসম
তাহারে করেছে ম্লান, দূরে যাও সরে
আবার জাগিবে আলো অতি শুভ্রতম।

দূরে হ'তে।

আমি জেগে রব তব জীবনের পরে
সীমাহীন মহাকাশ; বড় স্নেহভরে
দিগন্তঅঞ্চল-তলে রাখিব তোমায়,
আপনি রহিব তব সামার বাহিরে;
আজ হ'তে আর মোরে পাবেনাক হায়
পরশ বাঁধন মাঝে, তবু ধীরে ধীরে
সকরুণ মেঘচ্ছায়া দিব বিস্তারিয়া,
নিদাঘ উত্তাপে যবে শ্রান্ত হবে হিয়া
ক্লান্ত হবে ও বরাঙ্গ; দুরন্ত বর্ষায়
নবশুভ্র রৌদ্র করে উজ্জ্বল আভায়
ফুটায়ে তুলিব বিশ্ব তরুণ সুন্দর
তোমার নয়ন 'পরে; স্নিগ্ধ মনোহর
নির্ম্মল আলোক লয়ে স্থির ধ্রুবতারা
জাগিবে নিশীথে, তুমি হ'লে দিশাহারা।

বিদায়ের পর।

গিয়াছ বিদায় নিয়ে জানিবে না আর,
কবে বসন্তের প্রাতে হৃদয়ে আমার
জাগিবে আনন্দ নব মধুগন্ধ ভরা
আম্র মুকুলের মত, বিষাদপাশরা
উল্লাসে উন্মুখ পিক প্রচ্ছন্ন ছায়ায়
গাহিয়া হইবে সারা ডাকিয়া তোমায়।

গিয়াছ বিদায় নিয়ে জানিবে না আর,
শারদ নিশীথে যবে অকূল অপার
জাগিবে চন্দ্রের আলো বিমল আকাশে,
হৃদয়-উদাস-করা উত্তর বাতাসে,
তোমারি সোহাগ আর তোমারে স্মরিয়া
তিতি বক্ষ অশ্রুজল পড়িবে ঝরিয়া!

গিয়াছ বিদায় নিয়ে জানিবে না আর,
আজিও স্নেহের ভুলে হৃদয় আমার
সে কথা মানে না তবু; তাই ঘুরে ফিরে
কভু হাসি মুখে, কভু নয়নের নীরে
রচি গান, গাঁথি মালা, আশা করে মনে
সকলি জানিছ তুমি না জানি কেমনে।